৭ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২১

স্মরণিকা

সংগঠন : বিশ্ববরেণ্য ওলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া

মুসলিম জাহানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চালচিত্র

ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আল কুরআনে দাওয়াতে দ্বীন : গুরুত্ব ও পদ্ধতি

দেশে দেশে আহলে হাদীস সংগঠন

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক লিখিত বই-পুস্তক বিপণনে সচেষ্ট

শুব্বান লাইব্রেরী

এখানে সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী বই পাওয়া যায়।

+88 01798-232 312
+88 01320-385 010

shubbanmirpur03@gmail.com
shubban-শুব্বান, মিরপুর শাখা
shubbanbd

সারা দেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে বই পাঠানো হয়

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, মিরপুর শাখা
(মাদরাসা দারুস সুন্নাহ)
বাসা#৬২৮ (২য় তলা), ব্লক#ধ, রোড#৩, সেকশন#১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

তাওহীদি যুব কাফেলা
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর
৯ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২১ এর
সফলতা কামনা করছি

দি মেসেজ ফাউন্ডেশন
(একটি অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক সংস্থা) (রেজি: নং- এ-১৩০৪২/২০১৮)
৭৯/১/ডি, ডিস্ট্রিলারী রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

এ যাবত যে সব কর্মসূচী বাস্তবায়ন হয়েছে :
- শীতবস্ত্র বিতরণ।
- বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ।
- ইয়াতিম, বিধবা ও দুস্থদের সহযোগিতা।
- মসজিদ ও মাদরাসায় সহযোগিতা।
- বগুড়ায় দারুল কুরআন সালাফিয়া মাদরাসার কাজ চলমান
- ইফতারী অনুষ্ঠান।

ফাউন্ডেশনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা:
- ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ভবন তৈরি।
- ইয়াতিম ও বিধবা সদন প্রতিষ্ঠা।
- যাকাত ফান্ড গঠন এবং তা প্রকৃত হক্বদারদের
- মাঝে সুষ্ঠভাবে বিতরণ।
- সাদকায়ে জারিয়া ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা।
- ছেলে ও মেয়েদের আলাদা আলাদা মানসম্মত
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা।
- আর্তমানবতার সেবায় অংশগ্রহণ।

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান :
শাইখ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম খাঁন মাদানী
মোবাইল নং ০১৭৫০-১৬৪২৪৮, বিকাশ ০১৭৭১৫৩৭৩২৪

بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা তলে
ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন
আমাদের নিরন্তর প্রয়াস

৯ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২১

স্মরণিকা

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ৯ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২১ উপলক্ষে প্রকাশিত
স্মরণিকা

উপদেষ্টা পরিষদ

মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন — অধ্যাপক মোঃ হেদায়েত উল্লাহ

মোঃ রেজাউল ইসলাম — ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক

মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক

স্মরণিকা প্রকাশ কমিটি

তানযীল আহমাদ — মো. দেলুয়ার হোসাইন

আব্দুল মতিন — মাহদী মুহাম্মাদ হাসান

রায়হান উদ্দিন মাদানী — মোঃ আমিনুল ইসলাম

আশিক বিন আশরাফ

অঙ্গসজ্জা

শাইখ আমিনুল ইসলাম

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

মোঃ রবিউল হাসান, পিক্সেল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স

প্রকাশনায়

প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।

প্রকাশকাল

শাবান-১৪৪২ হি:/ এপ্রিল-২০২১ ইং/ চৈত্র-১৪২৭ বাং

A souvenir published on the occasion of 9th Central Conference-2021 of Jamiyat Shubbane Ahl Al-Hadith Bangladesh. Published by Publicity and Publication Department of Jamiyat Shubbane Ahl Al-Hadith Bangladesh on 2nd April 2021.

সূচি

বাণী

উদ্বোধক

সম্মেলন বক্তা

সভাপতির বক্তব্য

প্রধান অতিথির বক্তব্য

সম্মেলন বক্তার বক্তব্য

সাংগঠনিক প্রতিবেদন

প্রবন্ধ

ইসলামের দৃষ্টিতে সংগঠন

ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফি

মুসলিম জাহানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চালচিত্র

প্রফেসর ড.ইফতিখারুল আলম মাসউদ

ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

মুহাম্মাদ আব্দুল মাতীন

আল কুরআনে দাওয়াতে দ্বীন : গুরুত্ব ও পদ্ধতি

অধ্যাপক মোহাম্মাদ হেদায়েত উল্লাহ

দেশে দেশে আহলে হাদীস সংগঠন

তানযীল আহমাদ

সম্পাদকীয়

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রসূলিল্লাহ, আম্মা বা'দ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ দয়ায় জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর **৯ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন** উপলক্ষে **স্মরণিকা** প্রকাশ হচ্ছে। শুব্বানের ৮ম সেশনের (২০১৯-২০২১ইং) অনেক অর্জনের মধ্যে স্বরণিকা প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমরা আশা করছি, সম্মেলনে আগত শুব্বানের সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ, অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ, জমঈয়তের শুভাকাঙ্ক্ষী, সারাদেশের শুব্বান কর্মীরা, সর্বস্তরের জনগণ স্বরণিকায় শুব্বানের কর্মপরিধি, গৃহীত কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতি, বাস্তবায়িত কর্মসূচি, শুব্বানের মননশীলতা ও নীতি-আদর্শের ঐকতানের সাথে আরো গভীরভাবে পরিচিত হবেন।

১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ছাত্র ও যুব সংগঠন হিসেবে শুব্বানের অগ্রযাত্রা হয় আড়ম্বরপূর্ণভাবে। এরপর শুব্বানের জীবন থেকে কেটে গেছে প্রায় ৩১টি বছর। শুব্বান এখন তার ভরাযৌবন পার করছে। এই দীর্ঘ সময়ে যারা শুব্বানের কান্ডারির ভূমিকায় ছিলেন, যারা তাদের যৌবনের স্বর্ণালি সময় শুব্বানকে দিয়েছেন, যারা সকল স্বার্থপরতা ও আয়েশী জীবনের কুসুমাস্তীর্ণ পথকে মাড়িয়ে নিঃস্বার্থভাবে এই তাওহীদী কাফেলার অগ্রনায়ক হয়েছেন, যারা নেতৃত্বের বা অর্থের লোভে নয় বরং এদেশের আহলে হাদীস যুবসমাজের মৃতপ্রায় চেতনাকে জাগ্রত করার উদগ্র বাসনায় অহর্নিশ কাজ করে গেছেন, তাদেরকে আজ খুব বেশী মনে পড়ছে। তাদের অবদান অনস্বীকার্য। মহান আল্লাহই তাদের উত্তম জাযা দান করুন-আমীন।

শুব্বানের আজকের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে, যেসময় একদিকে বস্তুবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার সর্বগ্রাসী ভয়াল থাবা বিস্তার করেছে, অন্যদিকে ইসলামী সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে একটি যুবশ্রেণি বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে এগিয়ে আসছে। একদিকে শিরক-কুফরের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নীতি-আদর্শ বিচ্যুত আচরণ সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, অন্যদিকে ঈমান ও তাওহীদের ঝান্ডাবাহী যুবশ্রেণি আলোকিত সমাজ গড়তে এগিয়ে আসছে। দিন যত গড়াচ্ছে ঈমান ও কুফরের, তাওহীদ ও শিরকের, ইসলাম ও বিজাতীয় আদর্শের পার্থক্য ততই স্পষ্ট হচ্ছে। এই কঠিন মুহূর্তে শুব্বানের **৯ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন** বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আজ যে নতুন কাফেলা দায়িত্ব গ্রহণ করছে তাদের নিকটে এ সমাজ ও জাতির প্রভূত আশা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। উম্মাহর এই দুর্দিনে আগামীর শুব্বান পাঞ্জেরির ভূমিকা পালন করবে ইন শা আল্লাহ।

আজকের শুব্বানকে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রহ.)-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে অগ্রসেনানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তিনি আহলে হাদীস নীতির উপর যেমন অটল ছিলেন, তেমনি সমমনা ইসলামী দলগুলোর প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন। ১৯৫৬ সালে পাবনায় ইসলামী দলগুলো নিয়ে তার ইসলামী ফ্রন্ট গঠনই এর উজ্জল দৃষ্টান্ত। আমরা যেমন সালাফী মানহাজের উপর অবিচল থাকব, তেমনি সমমনা ইসলামী দলগুলোর সাথে আমাদের আচরণ হবে ভ্রাতৃসুলভ। হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ কিংবা ঈর্ষান্বিত হওয়া শুব্বানের আচরণে নেই। দ্বিধা-বিভক্ত জাতির মাঝে দীন প্রতিষ্ঠায় উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ামক হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। পরমত অসহিষ্ণুতা ও অগ্রাহ্যনীতি সুস্থ-স্বাভাবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক। মু'মিনগণ পরস্পর ভাই- এই নীতিকে সর্বাগ্রে

রেখে এগিয়ে যেতে হবে। একই পরিবারের সকল সদস্য যেমন চিন্তায় ও কর্মে সমান হয় না, তেমনি উম্মাহর সবাই একই চিন্তার ও একই কর্মের অনুসারী হবে– এটা ভাবা বোকামি। তবে, মৌলিক বিষয়গুলো ঠিক থাকার শর্তে এবং ছোট-বড় যেকোন দীনী বিষয়ে সংশোধনের আদর্শ নীতি অনুসরণ করতে হবে। ইসলাম অসিতে নয়, সদাচরণ ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে বিশ্বময় পরিচিতি পেয়েছে, খ্যাতি-বিজয় অর্জন করেছে। কবি বলেন, "যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে, তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই।" একই নীতিতে মুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলে একদিন কুরআন-সুন্নাহর কালোত্তীর্ণ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে ইন-শা-আল্লাহ।

শুব্বানের প্রতিটি স্তরের কর্মী ভাইদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান থাকবে- দীন ইসলামের এ দাওয়াতী কাজকে নবীদের রেখে যাওয়া পথ বলে বিশ্বাস-আত্মস্থ করুন। কেউ হয়তো আপনাকে দায়িত্ব দিল না তাই বলে নিবৃত থাকবেন না। নিজ দায়িত্বগুণে দাওয়াতী কাজে সংঘবদ্ধভাবে লেগে থাকুন। শয়তানকে প্রশ্রয় দিবেন না– সে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। নেতৃত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা একটি আমানত- এটি সংরক্ষণ করুন। আদেশ দাতার চেয়ে আনুগত্যকারী অধিক উত্তম। এজন্য প্রত্যেকে নিজেকে প্রথমে একজন আদর্শ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলুন। আপনি নেতার প্রতি অনুগত হলে অনুগত এক কর্মীবাহিনী আপনার আনুগত্য করবে। নেতৃত্ব পেলে কাজ করব নয়তো করব না– এ নীতি শুব্বান লালন করে না। কর্মীরাই সংগঠনের প্রাণ। কর্মী না থাকলে নেতৃত্বের কোন মূল্য নেই। সুতরাং সবার আগে কর্মীর বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত হই। কবি তাৎপর্যময় বর্ণনায় বলেছেন, "আমি তাদেরই দলে যারা মানবজাতির কল্যাণ করে সেবার মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে।"

৯ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় মাননীয় উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, সম্মেলন বক্তার আলোচনা, কেন্দ্রীয় সভাপতির বক্তব্য, ৮ম সেশনের সাংগঠনিক প্রতিবেদন এবং কয়েকজন গবেষকের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। স্মরণিকা প্রকাশ কমিটির যারা এতে তাদের মূল্যবান শ্রম দিয়ে স্বার্থক করেছেন, যারা সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন এবং অর্থনৈনিতকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করুন-আমীন। শুব্বানের কাউন্সিল ও সম্মেলন বাস্তবায়নের বহুমুখী ব্যস্ততার মাঝে স্মরণিকা প্রকাশ করতে হয়েছে। কাজেই এতে অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞ পাঠকমহল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি।

দেশ ও জাতির কল্যাণে শুব্বানের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও এই স্মরণিকা আল্লাহ কবুল করুন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

বাণী

মাননীয় উদ্বোধক

إن الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله أما بعد

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়া'লার জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আখেরে নাবী, তাঁর পরিবার ও সমস্ত সাহাবিদের উপর।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস- এর ছাত্র ও যুব সংগঠন ও ভবিষ্যৎ জমঈয়ত নেতৃত্ব তৈরির হিসেবে বিবেচিত যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ- এর **৯ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২১** উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশী ও আনন্দিত। সদ্য গত হয়ে যাওয়া সেশনের সম্মেলনের স্মৃতিগুলো একটি মলাটে আবদ্ধ থাকলে তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হিসেবে কাজে দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শুব্বান তার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিজস্ব গঠনতন্ত্র বা সংবিধান অনুসরণ করে থাকে যা অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার বলে মনে করছি।

বিগত সম্মেলনগুলোর ন্যায় এবারও শুব্বানের সর্বোচ্চ ফোরাম মজলিসে আম সদস্যদের মধ্য থেকে প্রত্যক্ষ গোপন ভোটের মাধ্যমে আগামী সেশনের (২ বছর মেয়াদি) দায়িত্বশীল নির্বাচিত হবেন। এই সংগঠনে যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিবেচিত সর্বোচ্চ সদস্যপদ সালেহ কর্মীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সংগঠনটির আগামীর নেতৃত্ব বাছাই করবেন।

আমি বিশ্বাস করি সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তিগণই দায়িত্বশীল হিসেবে নির্বাচিত হবেন, ইন শা আল্লাহ।

আমি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি নতুন দায়িত্বশীলগণ নিজস্ব যোগ্যতা, নিষ্ঠা, মননশীলতা ও কর্মের মাধ্যমে আমাদের এই যুব সংগঠনটিকে ক্রমান্বয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সর্বাত্মক সচেষ্ট থাকবেন।

আমি ৯ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং সকলের জন্য আন্তরিকভাবে দু'আ করছি ও সকলের কাছে দু'আ চাচ্ছি, আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর করেন, আমিন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ রুহুল আমিন

সাবেক আইজিপি, বাংলাদেশ সরকার ও আহবায়ক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

বাণী

মাননীয় সম্মেলন বক্তা

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ কর্তৃক **৯ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন** উপলক্ষে একটি স্মারক প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দে আপ্লুত হয়েছি। জমঈত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ মুসলিম যুবকদের একটি নির্ভেজাল ইসলামি প্ল্যাটফর্ম। সহিহ আকিদা প্রতিষ্ঠা এবং শিরক বিদআতমুক্ত নির্ভেজাল সমাজ বিনির্মাণে এরা বদ্ধপরিকর। অদূর ভবিষ্যতে জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুযোগ্য উত্তরসূরী। এদের থেকেই সৃষ্টি হবে ইনশাল্লাহ খাঁটি ওরাসাতুল আম্বিয়া। তৈরি হবে জমঈয়তের কর্ণধার। আমি আশা করব এদেশে ইসলামি শিক্ষা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় এদের প্রচেষ্টা থাকবে চির অম্লান।

এদের সকলের সার্বিক সুন্দর জীবন মঙ্গল কামনা করছি।

প্রফেসর ড. আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী
আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
সাবেক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

সভাপতির বক্তব্য

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم، أما بعد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আজকের অনুষ্ঠানের মুহতারাম উদ্বোধক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব রুহুল আমীন, আহবায়ক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক আইজি। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, আলহাজ্ব মোঃ আওলাদ হোসাইন, সদস্য, আহবায়ক কমিটি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও চেয়ারম্যান, ইউনাইটেড গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ লি.। সম্মেলন বক্তা প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, সাবেক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সাবেক ডীন, ধর্মতত্ত্ব অনুষদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিবৃন্দ, জমঈয়তের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও শুব্বানের মজলিসে আম ও ক্বারারের সম্মানিত দায়িত্বশীল ভাইয়েরা। ঢাকা মহানগর, জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের ভাই-বন্ধু ও শ্রদ্ধেয় মুরুব্বিগণ। সাংবাদিক বন্ধুগণ, সারাদেশ থেকে আগত শুব্বানের ত্যাগী কর্মী ভাইয়েরা। সকলকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। শুব্বানের ৯ম কাউন্সিল পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ এই আয়োজনে আপনারা কষ্ট করে অংশগ্রহণ করায় সংগঠনের সভাপতি হিসেবে আপনাদের সকলের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সম্মানিত সুধী

সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের যুব সংগঠন তাওহীদি কাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ৯ম কাউন্সিল অনুষ্ঠান আয়োজন করার তাওফিক দিয়েছেন। রাসূলে কারিম সা. এর উপর অসংখ্য দুরুদ ও সালাম, যাঁর আদর্শ ও নির্দেশনায় রয়েছে মানবতার ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি এবং যাঁর আদর্শকে ধারণ করে মুসলিম অধ্যুষিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে জমঈয়ত ও শুব্বান কাজ করে যাচ্ছে। আমি এই মুহূর্তে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি উপমহাদেশে আহলে হাদীসের অন্যতম সিপাহসালার, ইসলামি রাজনীতির দিকপাল, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক আলেমে দ্বীন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ. কে। আরও স্মরণ করছি তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, মুসলিম বুদ্ধিজীবি প্রফেসর ড. আব্দুল বারী রহ. কে। এছাড়াও স্মরণ করছি তাওহিদী এ কাফেলা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের বিভিন্ন স্তরের শুভাকাঙ্খী, নেতা-কর্মী; যারা

ইতোমধ্যে মহান রবের দরবারে পাড়ি দিয়েছেন, সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সকলকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতবাসী করুন, আমীন।

সম্মানিত দ্বীনি ভাইয়েরা

আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আবহ ও পরিবেশে আমাদের আজকের এই সম্মেলনের আয়োজন করেছি। এক বছরের বেশি সময় ধরে পৃথিবীবাসী এবং আমরা মহামারী করোনার বহুমুখী প্রভাবের সম্মুখীন। একাধিকবার কাউন্সিলের তারিখ পরিবর্তিত হবার পর মাত্র এক মাস পূর্বে এক অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদিসের কাউন্সিল স্থগিত হয়েছে এবং একটি আহ্বায়ক কমিটি খন্ডকালীন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এপ্রিল ২০১৯ এর ২০ তারিখ মজলিসে শুরার এর ৮ম সেশন গঠিত হয়। সাবেক সভাপতি মোঃ আব্দুল্লাহিল কাফি ভাই এর সভাপতিত্বে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে দেশী বিদেশী মেহমানদের অংশগ্রহণে অষ্টম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আগামী ১৯ এপ্রিল এই সেশন এর মেয়াদ শেষ হবে । গতকাল ২ এপ্রিল মজলিসে আম সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে, অষ্টম সেশন সমাপ্ত হবার ১৭ দিন পূর্বে, আমরা নবম সেশনের মজলিসে কারার গঠন করতে পেরেছি। ফালিল্লাহিল হামদ।

সম্মানিত উপস্থিতি,

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী রহ. যেমন বিভক্ত আহলে হাদীস অনুসারীদেরকে একটি প্লাটফর্মে জমঈয়তে সংযুক্ত করতে তৎপর ছিলেন, এমনকি তিনি বহু এলাকায় কয়েকটি মসজিদকে একটি জুম'আ মসজিদের পরিণত করেন, তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯৫৬ সালে পাবনায় তিনি ইসলামী ফ্রন্ট সম্মেলনে বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলকে সম্পৃক্ত করে জমঈয়তকে জাতীয়ভিত্তিক প্লাটফর্মে দাঁড় করান, তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানের সংবিধানের রূপরেখা তৈরিতে অবদান রাখেন। আপনারা জমঈয়তের গঠনতন্ত্র পড়ে দেখতে পারেন; কতটা উদারভাবে এবং সুচিন্তিতভাবে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামকে বিজয়ী করার প্রত্যয়ে তিনি রূপরেখা ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ নিজেদেরকে রাজনীতিবিমুখ হিসেবে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করেন। আসলে এই সংস্কারমুখী কর্মকৌশলের পরিধি ব্যক্তি-সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র বিস্তৃত। তবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহণের দৌড়ে আমরা নেই। বরং অত্যন্ত বাস্তবসম্মত কারণেই দূর থেকে সংস্কারমূলক কর্মকান্ডকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। সংশোধনী (إصلاحي) তৎপরতায় বিভিন্নমুখী বিশিষ্ট জনকে সম্পৃক্ত করার যে নীতি শুব্বান সেটাকে তার সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পলিসি মনে করে।

সম্মানিত সুধী

দুর্ভাগ্যক্রমে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসারে দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যবচ্ছেদ আমাদের কেউ কেউ মেনে নিয়েছেন। যারা একটি অঙ্গনের সীমানাপ্রাচীরে আবদ্ধ থাকতেই সন্তুষ্ট। আবার কেউ কেউ ক্ষমতার রাজনীতিকে প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে ফেলেছেন। আমাদেরকে তরুণ ও যুব শ্রেণীকে নবী-রাসূলের دراسة, تزكية ও تعليم এর কর্মকান্ডে ব্যস্ত রাখতে হবে। এই দেশের তরুণ ও যুব প্রজন্মকে আল্লাহমুখী গোষ্ঠীতে পরিণত করতে হবে। নবী-রাসূল ও সাহাবীদের চরিত্র মাধুর্যের সংস্পর্শে আনতে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমাদের যুবকদের চরিত্র হবে ইউসুফ আলাইহিস সালাম

এর মত। তিনি যৌন আবেদনের মুহূর্তে বলেছিলেন معاذالله । আমাদের তরুণরা হবেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর মত- মূর্তিপূজার অসার সামাজিকতার চোখে তিনি কুঠারাঘাত করেছিলেন। বাবার সাথে যুক্তি-তর্কে, এলাকাবাসীর সাথে রব চেনা না চেনার খেলায় , মণ্ডপের মূর্তি ভেঙ্গে মূর্তির অক্ষমতার শিক্ষা দেয়ার দুঃসাহসে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ভয়কে তুচ্ছ করার মানসিক বলে তিনি মুমিনদের পিতা হয়ে উঠেছেন। অমাদের যুবকরা হবে ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর মত মা-বাবার অনুগত; إني أري فى المنام أني أذبحك فانظر ما ذا ترى . ... يا أبت افعل ما تؤمر, সামাজিক সমস্যা সমাধানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত। সেই সকল আলোকিত মহা মানবদের মতো উদ্যমী প্রজন্ম গড়ে তোলাই আমাদের স্বপ্ন। ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ইবনু আব্বাস বলেন, أيمة يقتدي بنا في الخير । এই স্বপ্নকে ধারণ করে আমরা দেশের ৩৮ টি জেলাকে ৮ টি জোনে বিভক্ত করে কাজ করে যাচ্ছি। নবী-রাসূলদের মত পথহারা লোকদেরকে দাওয়াহ ও তাবলীগ এর মাধ্যমে সুপথে ফিরে আনতে التدريب والتربية এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত নেতা-কর্মী গড়ে তুলতে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই تنظيم বা আমাদের সংগঠন। এটা জান্নাত লাভের, আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবার একমাত্র পথ নয়; বরং এটা ইসলামের দাওয়াত ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম কার্যকর একটি মাধ্যম।

সম্মানিত উপস্থিতি

আজকাল কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি সংগঠন ও সংঘবদ্ধতাকে অপ্রয়োজনীয় এবং একটি ফিরকা হিসেবে অপপ্রচার করে থাকেন। দূর্ভাগ্যজনকভাবে তারা আহলে হাদীস সম্প্রদায়ভুক্ত। বৃত্তের বাইরে এসে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের আহলে হাদীসদের যে ধারা, তাকে দল-মত, মাযহাব- মানহাজ এর উর্ধ্বে এসে, শুধুমাত্র প্রচলিত আহলে হাদীস অনুসারীদের মধ্যে সীমিত না রেখে, আমাদের দাওয়াত ১৬ কোটি মানুষের দেশে মুসলিম-অমুসলিম, মাযহাবি লা মাযহাবি, সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। অতীত তিক্ততার পুনঃব্যবহার না করে, সকল মুসলিম, আল্লাহর গোলাম ভাই ভাই এ পরিণত হতে হবে। كونوا عبادالله إخوانا ভুলকারীর প্রতি সংশোধনকারীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

সম্মানিত সুধী

আমাদের এই সুদূর প্রসারী দাওয়াতি কার্যক্রমে জমঈয়ত-শুব্বান এবং মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার পারস্পরিক আদান-প্রদানের ও সৌহার্দ্য সম্প্রীতির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আমি নিজে এই মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। দেশে এবং বিদেশে জমঈয়ত, শুব্বান এবং মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়ার পরিচয় একই সূত্রে গাঁথা। বেশ কয়েকবছর আগের একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনার জেরে এই মাদ্রাসায় শুব্বানের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আজ এই সম্মেলনে জমঈয়ত ও শুব্বানের ভাইদের সাথে অংশগ্রহণকারী মাননীয় প্রধান অতিথি ও পরিচালক, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার নিকট স্থগিত কার্যক্রম পুনরায় চালুর জন্য বিনীত আবেদন পেশ করছি। কথা দিচ্ছি, নেতা-কর্মীদেরকে সর্বোচ্চ শৃংখলাবদ্ধ রাখতে বদ্ধপরিকর থাকবো আমরা ইনশাল্লাহ। আমি আবারও মাননীয় প্রধান অতিথির সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাদ্রাসা, শুব্বান এবং জমঈয়তে আপনার অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সম্মানিত উপস্থিতি

মহান প্রভূ কর্তৃক প্রদত্ত ঐশি বিধানই মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে। যুগে যুগে মানব সভ্যতার বিকাশে সবচেয়ে বেশী অবদান ছিল যুবকদের। এই জন্যই 'আল্লাহর ইবাদতে লীন হওয়া যুবকদের আরশের ছায়াতলে' স্থান দিবেন মর্মে হাদীসে ঘোষিত হয়েছে। অথচ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বার্থ ও সুযোগের নেশায় ছুটছে মুসলিমরা। যুবক ও তরুণরা আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে নিজেদের জীবন সাজানোর পরিকল্পনায় অধ্যাবসা ও গবেষণার পথ ছেড়ে জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি ও অপসংস্কৃতির জাহিলিয়াতের ঘোর অমানিশায় হাবুডুবু খাচ্ছে। অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে সম্ভাবনাময়ী আগামীর তারুণ্য। এ পরিস্থিতিতে শুব্বানের এ সম্মেলন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যের দাবী রাখে। জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীসের তরুণ ও যুবকরা দেশের যুব সমাজের মাঝে সহীহ দ্বীনের আহবান ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং আরো ভালোভাবে ভবিষ্যতে বহুমাত্রিক উপায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল নেতৃত্বে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। এ জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সকল স্তরের জনমানুষের সর্বাত্মক আন্তরিকতা ও সহযোগিতা। গত সেশনে আমি আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী সহযেগিতা পেয়েছি জমঈয়তের দায়িত্বশীল ও সাধারণ দ্বীনি ভাইদের থেকে। শুব্বান ভবিষ্যতে আরো বেশী সহায়তা পাবে বলে আশা করছি। ২০২১ সালে আহলে হাদীসের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মসজিদ ও প্রতিটি মহল্লায় শুব্বানের শাখা গঠন হবে ইনশা আল্লাহ। শাখা-উপশাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে সারা দেশে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে, এ ধারা অব্যাহত থাকবে। জমঈয়তের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলবৃন্দের কাছে আমি সবিনয়ে পূর্বের ন্যায় আরো বেশী আর্থিক ও শারীরিক সহায়তা প্রত্যাশা করছি।

একান্তপ্রিয় সুধীমণ্ডলী

শুব্বানের এই ৯ম কাউন্সিল সফল হউক, স্বার্থক হউক। আপনারা যারা সারা দেশ থেকে কাউন্সিলরবৃন্দ এখানে এসেছেন আপনারা শুব্বানের আগামী নেতৃত্ব নির্বাচনে সর্বোচ্চ দ্বীনি পরিবেশ রক্ষা করেছেন বলে আমি মনে করি। তাকওয়া, সাংগঠনিক দক্ষতা, জ্ঞানগতদিক ও আমানতদারীর প্রতি লক্ষ রেখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মানিত প্রধান অতিথি, মোহতারাম উদ্বোধক, সম্মেলন বক্তা, বিশেষ অতিথিবৃন্দ; যারা কষ্ট করে এসেছেন, শুব্বানের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, আপনাদের এই আন্তরিকতা কখনো ভুলবার নয়। শিরক ও বিদআতমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে নিবেদিত তাওহিদী কাফেলা শুব্বানের যুবকদের প্রতি আপনাদের এ ভালবাসা আমাদের অনুপ্রেরণা দিবে। আপনাদের এই সময় দান পরকালে যেন নাজাতের যারিয়া হয়– দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছে সেই প্রত্যাশা করি। আপনারা সবাই ভাল থাকবেন। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

মা'আচ্ছালাম।

আল্লাহ হাফেজ।

মো: রেজাউল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সভাপতি

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম, আম্মা বা'দ।

স্নেহাস্পদ সভাপতি,

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত উদ্বোধক, আহবায়ক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সাবেক আইজিপি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব রুহুল আমীন। সম্মেলন বক্তা প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, সাবেক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিবৃন্দ, জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সারাদেশ থেকে আগত শুব্বানের কর্মীবৃন্দ। সকলকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। শুব্বানের ৯ম কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ এই আয়োজনে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করায় আমি বিশেষভাবে সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী

সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি শুব্বানে আহলে হাদীসের ৯ম কাউন্সিল অনুষ্ঠানে আমাকে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। রাসূলে কারিম সা. এর উপর অসংখ্য দুরুদ ও সালাম, যাঁর আদর্শকে মহান আল্লাহ তায়ালা সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষনা দিয়েছেন, যার দেখানো পথ থেকে বিচ্যুতিকে বিদ'আত হিসেবে হাদীসে ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ. ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রফেসর ড. আব্দুল বারী রহ. সহ বাংলাদেশে তাওহিদ ও সুন্নাহর ঝান্ডাবাহী তাওহিদী কাফেলা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বপালনকারী নেতা-কর্মী; যারা ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন, সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সকলকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মেহেরবাণীর চাদরে আচ্ছাদিত করুন, সকলের নেক আমল কবুল করে জান্নাতবাসী করুন, আমীন।

প্রিয় ভাইয়েরা

একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও চরম উৎকর্ষ সাধনের এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের একমাত্র ছাত্র ও যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের আজকের এ ৯ম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষকে এবং মানুষের জীবনের যাবতীয় আয়োজনকে সহজতর করেছে। অবাধ তথ্য-প্রযুক্তির এ সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানব জীবনের ব্যবস্থাপনাকে আরামদায়ক ও উপভোগ্য করলেও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, জীবন-যাপনে তৃপ্তি ও প্রশান্তিকে অনেকাংশেই

কেড়ে নিয়েছে। চীনের উহান প্রদেশ থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে শুরু হওয়া করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর তাণ্ডবে পুরো পৃথিবী আজ এক বৈশ্বয়িক সঙ্কটে নিপতিত। প্রথিতযশা, ক্ষণজন্মা প্রাজ্ঞ গবেষকদের আবিষ্কার এবং বিশ্বের উন্নত রাষ্টসমূহের চোখ ধাঁধাঁনো উন্নয়ন কোনভাবেই এই ভাইরাসকে মোকাবিলা করতে পারছে না। এক চরম নৈরাজ্যের কবলে পুরো মানবতা। মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব, দূর্বলের উপর সবলের অত্যাচার ও জুলুমে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে পৃথিবী নামক গ্রহ যেন বাস উপযোগিতা হারিয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে মানবতাকে সতর্ক করার নিমিত্তে দয়াময় আল্লাহ করোনা ভাইরাস দিয়ে যেন মানুষকে সতর্ক করছেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশসহ পৃথিবীব্যাপী লক্ষ লক্ষ বণী আদম প্রাণ হারিয়েছে। দূর্ভাগ্য হলো, এই স্রষ্টা কর্তৃক সতর্কতা আমাদের মনোজগত ও ব্যবহারিক জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন আনে নি। মহান আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভূত্বকে মনে-প্রাণে, চিন্তায়-চেতনায়, কথা-বার্তায়, পরিবার, সমাজ–এক কথায় সামগ্রিক জীবনে প্রতিপালন করাই ঈমানের অনবদ্য দাবী। যাতীয় কর্মকাণ্ড রাসূল সা. এর সুন্নাহর আলোকে করার বাধ্যবাধকতাই আলকুরআনের নির্দেশনা। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো মুসলিমরাই তাওহিদের সঠিক জ্ঞানের অভাবে শিরকের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হচ্ছে; সহিহ সুন্নাহর পরিবর্তে পরিত্যাজ্য বিদআতে ডুবে আছে। ভোগবাদী ও বস্তুবাদী মানসিকতায় মানবরচিত মতবাদের দ্বারস্থ হচ্ছে আল্লাহর বান্দারা।

একান্তপ্রিয় ভাইয়েরা আমার

দয়াময় আল্লাহ প্রদত্ত 'ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা'– এ মহাসত্যটি আজ ভুলতে বসেছে মুসলিম সমাজ। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বার্থ ও সুযোগের নেশায় ছুটছে মুসলিম যুবক-তরুণেরা। আলকুরআন ও সহিহ হাদীসের ভিত্তিতে নিজেদের জীবন সাজানোর পরিকল্পনায় অধ্যাবসায় ও গবেষণার পথ ছেড়ে জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি ও অপসংস্কৃতির জাহিলিয়াতের ঘোর অমানিশায় হাবুডুবু খাচ্ছে সবাই। এ পরিস্থিতিতে শুব্বানের এ সম্মেলন অনেক তাৎপর্যমণ্ডিত। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের তরুণ ও যুবকরা দেশের যুব সমাজের মাঝে সহিহ দ্বীনের আহবান ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং আরো ভালোভাবে ভবিষ্যতে বহুমাত্রিক উপায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল নেতৃত্বে এগিয়ে নিবে –আমি এ বিশ্বাস করি। জমঈয়তের সকল স্তরের ভাইদের প্রতি আহবান থাকবে, আপনারা শুব্বানকে সহায়তা করবেন। আমাদের সন্তানেরা অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার, মাদকাশক্তি, জঙ্গিবাদী মানসিকতা, আলকুরআন ও সহিহ হাদীসের জ্ঞানের অভাব– এক কথায় সব কিছু মিলিয়ে ইসলামের সরল পথ থেকে বিচ্যুত এক জেনারেশন জন্ম দিচ্ছি আমরা। এই নৈরাজ্য কবলিত অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হলে প্রয়োজন আলকুরআন ও আলহাদীসের অনুসরণকারী একদল মেধাবী লোকদের যৌথ তৎপরতা। শক্তিশালী সংগঠন ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। তাই আল্লাহভীরু, মেধাবী, উদ্যোমী, কর্মক্ষম ও সহিহ আক্বিদায় বিশ্বাসী প্রজন্ম তৈরীর জন্য আমাদের সন্তানদের শুব্বানের ছায়াতলে আসার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি। এই শুব্বানের ভেতর দিয়েই জমঈয়তের আগামী নেতৃত্ব তৈরী হবে। এইভাবেই ইসলামের সঠিক দাওয়াত প্রদানের জন্য একটি স্বার্থক যুব কাফেলা শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। যারা নিজেরা ইসলাম চর্চা করবে এবং দ্বীনের সঠিক দাওয়াত রাত, দিন, অহর্নিশ যুবক-তরুণদের মাঝে দিয়ে সমাজ থেকে শিরক ও বিদআতের কালিমা মুছে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

প্রিয় বন্ধুগণ

রাসূল সা. বলেছেন, 'তোমাদের জন্য দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা, যতক্ষণ তোমরা এই দুইটি জিনিস আঁকড়ে ধরে রাখবে, একটি আল্লাহর কিতাব, অন্যটি রাসুলের সুন্নাহ'। মহানবীর এ অমীয় বাণী হতে সরে মানুষ যখন মানুষের গোলামী করা শুরু করেছে এবং বৈষয়িক সুবিধা লাভের নেশায় ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে, তখনি মুসলিমদের ভাগ্যাকাশে নেমে এসেছে জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকার। ফলে সারা পৃথিবীতে মুসলিমরা আজ নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, অবহেলিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত। একমাত্র আল্লাহর বাণী ও রাসূলের সুন্নাহ-ই এ নৈরাজ্য কবলিত অবস্থা থেকে পৃথিবীবাসীকে উদ্ধার করতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন আলকুরআন ও হাদীসের যথাযথ অনুসরণ। তাওহিদের প্রচার ও শিরকের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করার পাশাপাশি সহিহ হাদীসের অনুসরণ এবং বিদআত থেকে বেঁচে থাকার তৎপরতায় শুব্বানের যুবকরা আরো জোরালে ভূমিকা পালন করবে আশা করি।

প্রিয় সুধীমণ্ডলী

আজকের অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভাল পড়াশুনা ও উন্নত ক্যারিয়ার গড়ার চেতনায় যতটা সিরিয়াস, সন্তান ইসলামি মূল্যবোধ ধারণ করে কিনা, ইসলামি আক্বিদার জ্ঞান অর্জন করেছে কিনা, তাওহিদ ও শিরক, সুন্নাহ ও বিদ'আত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ হয়েছে কিনা– এ বিষয়ে খবর রাখেন না। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টায় কোন সিরিয়াসনেস অভিভাবকদের মাঝে নেই। সেই হিসেবে শুব্বানের এ সম্মেলন অনেক গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দাবী রাখে। আমি শুব্বানের সফল বিকাশ প্রত্যাশা করি। সকল স্তরে, সব মহল্লায় ও মসজিদে শুব্বানের শাখা গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট জমঈয়ত নেতৃবৃন্দকে বিনীত আহবান জানাচ্ছি। শুব্বানের জন্য আমার দরজা সবসময় খোলা থাকবে। শুব্বানকে আর্থিক সহায়তা, সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি বিনীতভাবে সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

প্রিয় ভাইসব

গতকাল শুব্বানের ৯ম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজকে পূর্নাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা হবে। আমি নতুন কমিটিকে আগাম শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা যারা সারা দেশ থেকে কাউন্সিলরবৃন্দ এখানে এসেছেন আপনারা শুব্বানের আগামী নেতৃত্ব বাছাইয়ে সর্বোচ্চ দ্বীনি চেতনা, সাংগঠনিক দক্ষতা, জ্ঞানগতদিক ও আমানতদারীর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন বলে আশা করি। মনে রাখবেন নেতৃত্ব বাছাইয়ের বিচক্ষণতা সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। দক্ষ নেতা মানে সুশৃঙ্খল সংগঠন। আমার বিশ্বাস শুব্বান সঠিক নেতৃত্ব বের করে আনবে। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ; যারা দূর দুরান্ত থেকে এসেছেন, শুব্বানের আহবানে সাড়া দিয়েছেন, আপনাদের এই আন্তরিকতা ও শুব্বানের প্রতি ভালবাসা তাদের অনুপ্রেরণা দিবে। পরকালে আপনাদের এই সময় দান যেন নাজাতের যারিয়া হয়– দয়াময় প্রভূর কাছে সেই কামনা করি। সবাই ভাল থাকবেন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লা।

মা'আচ্ছালাম

আল্লাহ হাফেয

আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন

সম্মেলন বক্তার বাণী

(জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ -এর নবম কেন্দ্রীয় সম্মেলন - **২০২১ *এ মাননীয় সম্মেলন বক্তা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাবেক উপদেষ্টা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী প্রদত্ত স্বাগত ভাষণ)***

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِيْن، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سيد الأنبياء و المُرْسَلِيْن؛ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن

أَمَّا بَعْدُ :

ইরশাদ হচ্ছে,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

অর্থ: "আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি হল তিনি প্রচলিত বিধি মত মুমিন ও সৎলোকদেরকে অবশ্যই প্রতিনিধি বানিয়ে পৃথিবী শাসন করাবেন, তাদের পছন্দনীয় ধর্ম ইসলামকে অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের ভয়ের পরিবর্তে অবশ্যই নিরাপত্তা দিবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে কিন্তু কোন কিছুর শরীক করবে না। এর পরেও কুফরী করলে তারাই ফাসেক হবে।" (সূরা আন নূর, ২৪/৫৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ- বলেছেন,

سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ....

"হাশরের দিনে আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয়প্রাপ্তরা হবেন-১. ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা নেতা ২. যৌবনে ইবাদতকারী যুবক।"

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর আজকের ৯ম কাউন্সিলের স্নেহাস্পদ সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, উদ্বোধক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সহ-সভাপতি, বর্তমান কমিটির আহ্বায়ক সাবেক আইজিপি জনাব রুহুল আমিন, সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের কাউন্সিলরবৃন্দ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে মহান রাব্বুল আলামিনের হাজারো শুকরিয়া জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি হাজারো দরূদ ও সালাম। আমি জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর নেতৃবৃন্দের প্রতি শুকরিয়া জানাচ্ছি আমাকে সম্মেলন বক্তা হিসেবে মনোনীত করার জন্য।

আমি সূরা নূরের যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি তাতে আজকের সম্মেলনে নেতা নির্বাচনের দুটি মৌলিক গুণসহ খেলাফত ও নেতৃত্ব বিষয়ে ৯টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

১. পৃথিবী শাসনের মাধ্যমে চলবে;

২. শাসনের জন্য একজন যোগ্য খলীফা তথা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে;

৩. খলীফা তথা প্রতিনিধির মুমিন ও সৎ এ দু'টি মৌলিক গুণ থাকতে হবে;

৪. খলীফা তথা প্রতিনিধির পছন্দনীয় ধর্ম হবে ইসলাম;

৫. পছন্দনীয় ধর্ম ইসলামকে তিনি অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন;

৬. ইসলাম খলীফার মাধ্যমেই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে;

৭. ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে খলীফার যে কোন ধরণের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে;

৮. প্রশাসক তথা খলীফা প্রশাসনের মোহে পড়ে নিজ ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে না;

৯. তা করলে নিশ্চিত সে ফাসেক তথা ক্ষমতাচ্যূত হবে। (কারণ তার মধ্যে দুটি গুণের একটিও অবশিষ্ট নেই)

অত্র আয়াতে নেতা/খলীফা, ইমাম/প্রশাসকের দুটি মৌলক গুণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তা হলো- ঈমান ও সততা। আল কুরআনে এ দু'টি ছাড়াও তাদের বিশেষ কিছু গুণের কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে বিভিন্ন সূরায়। যেমন-

আল কুরআনসহ আসমানী অন্যান্য কিতাবে বিশ্বাস, আল্লাহ ও রসূলের অনুসারী, আল্লাহর উপর ভরসাকারী, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নকারী, রবমুখী, আত্মসমর্পণকারী, মুত্তাকী, তাওবাকারী, শুকরকারী, মুসুল্লী, সর্বাবস্থায় ব্যয়কারী, ক্রোধ সংবরণকারী, সবরকারী, প্রিয় জিনিস দানকারী, সৎকাজের নির্দেশদাতা, অসৎকাজের বিরোধী, মহৎকাজের প্রতিযোগী, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী, ওযনে পূর্ণতাদানকারী, ওয়াদা পালনকারী, পরিশ্রমী, কোমল হৃদয়ী, পরামর্শ অনুযায়ী কার্য সম্পাদনকারী, ভাল দিয়ে মন্দের প্রতিহতকারী, নিজ সম্পদ দানকারী, কার্পণ্যমুক্ত, মিতব্যয়ী, আমানত প্রত্যার্পণকারী, সত্য ও ধৈর্যোপদেশ দাতা, আত্মীয় স্বজনের হক আদায়কারী, কর্ম সম্পাদনে স্থির ও দৃঢ় প্রত্যয়ী, ক্ষমাকারী, সহিহ নিয়্যাতের অধিকারী, সহীহ আকিদাসম্পন্ন, মুখলিস, তীক্ষ্ণ মেধাবী, সচ্চরিত্রবান, কথা ও কাজে সমন্বয়কারী, সত্যবাদী, বিনয়ী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সত্য প্রকাশে নির্ভীক, প্রবৃত্তির অননুসারী, নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্যদানকারী, দৃঢ়তাপ্রদর্শনকারী, মুজতাহিদ তথা গবেষক, অনুসন্ধিৎস্যু, সৃজনশীল, অধ্যাবসায়ী, প্রখর মেধাবী, সূক্ষ্মদর্শী, চৌকস, কাজে আগ্রহী ও আন্তরিক, সতর্ক ও নিরপেক্ষ, সহনশীল, নিষ্ঠাবান, আশাবাদী, যোগ্য ইত্যাদি। তার মানে নেতৃত্বে আসতে হলে সেটা যে কোন ইসলামী দল হোক না কেন তাকে আল কুরআনের রঙ্গে রঞ্জিত হতেই হবে।

শুব্বান শব্দটি বহুবচন। একবচনে শাব্বুন। অর্থ যুবক। শুধু ইসলামে নয়; সবখানেই যুবকদের গুরুত্ব, মর্যাদা ও দায়িত্ব অনেক বেশি। কাল কিয়ামতে আল্লাহর আরশে ছায়াপ্রাপ্ত সাত ব্যক্তির একজন হল যুবক। যে জিনিসের যত মূল্য সে জিনিসের গুরুত্ব ততটুকু। তাই দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের খাতিরে তোমাদের নিজেদেরকে যোগ্য হিসেবে তৈরী করতে হবে।

সুপ্রিয় শুব্বান কর্মীবৃন্দ

শুধু দেশে নয় সারা বিশ্বে এখন অমানুষে ভরে গেছে। তাই শুব্বান কর্মী হওয়ার পূর্বে তোমাদেরকে প্রকৃত মানুষ হতে হবে। মানুষ হওয়া সবচাইতে কঠিন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইবাদত করতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা হল ইবাদতের পূর্বে মানুষের সাধারণ মানবীয় গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে একজন মানুষের মধ্যে। এখানে দল-মত, উঁচু-নীচু, আশরাফ-আতরাফ, ধর্ম বর্ণের কোন পার্থক্য থাকবে না। তাই সমাজের যে কোন শ্রেণীর মানুষ বিপদগ্রস্ত, অসুস্থ, ক্ষুধার্থ হবে তাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। তাহলে আমি মানুষ কিনা সেটা প্রশ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। আমরা যারা ইসলামী সংগঠনের কর্মী তারা সাধারণত এ বিষয়গুলো অনেক সময় লক্ষ্য করি না। বিপদের সময় মানবসেবা হল একজন দাঈর দাওয়াতের সবচেয়ে হাতিয়ার। এ সময় এ বিপদগ্রস্থ লোকটার পাশে দাঁড়ালে সে তোমার বিপদাপদে এমনি এসে দাঁড়াবে। দাওয়াত ছাড়াই নিজে থেকেই তোমার দাওয়াত গ্রহণে এগিয়ে আসবে। তোমরা ভাল মানুষ এ খবরের মাধ্যমেই আরো দশজন লোকের কাছে পৌছে যাবে। তখন তাদের মাঝে তোমাদের দাওয়াতও পৌঁছে যাবে। প্রবাদে আছে **আল-ইনসান আবিদুল ইহসান বা মানুষ ইহসান তথা উপকারের দাস।**

সুপ্রিয় ইসলামের ঝান্ডবাহীরা

সদাচারণ দাওয়াতের আরেকটি বড় অস্ত্র। আমরা মানুষ কিন্তু আমাদের আচরণ মোটেই সন্তুষ্টজনক নয়। আমাদের ইসলামী সংগঠনের নেতা থেকে একজন কর্মী পর্যন্ত এটার বড় অভাব। **ইসলামি দাওয়াতের প্রতি মানুেষের বিমুখতার অন্যতম দায়ী হলো আমাদের ইসলামী ব্যক্তি তথা নেতাদের অসদাচরণ। এটা নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলে।** যে সমাজে থাকবে তোমাদের আচরণ হবে ইউনিক তথা অতুলয়নী। তাহলে তোমাদের কাছে লোকজন এমনি চলে আসবে। তারা তোমার দীক্ষায় হয়ত একদিন দীক্ষিতও হবে।

সুপ্রিয় ইসলামের সীপাহসালাররা

মানুষ হিসেবে তোমাদেরকে পার্ফেক্ট হতে হবে। নিজেকে ট্রেইনআপ করে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে যাতে যে কোন কাজে সবাই তোমাদের সহযোগিতা পায়। সেটা বিচার বুদ্ধি জ্ঞান ফতোয়া মাসআলা মাসায়েল ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের পরামর্শ হোক না কেন। তোমরা সমাজের সম্ভাব্য সাধ্যানুযায়ী সকল সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন অনেক উত্তম।

সুপ্রিয় দায়িত্বশীলরা

আজ সমাজে দায়িত্বশীল লোকের বড় অভাব। কাজে কর্মে সেটা নিজের হোক বা সংগঠনের হোক যার যে দায়িত্ব তা পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে। স্মরণ রাখবে, প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার কৃতকর্মের জন্য জবাদিহিতা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:.«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।" (সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৮৯৩)

সুপ্রিয় ইসলামের সমাজ সংস্কারকরা

মানুষ সামাজিক জীব। তাই তোমাদেরও উচিৎ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা। ইসলাম সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। আমি আহলে হাদীস, আমি শুব্বান বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না। সমাজের খারাপ জিনিসটিকে দূরীভূত করতে আন্তরিকভাবে তোমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। দেখবে নেতৃত্ব এমনি চলে আসবে। সমাজ তোমাদেরকেই নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করবে। তখন তুমি দ্বীনের প্রচার এমনিতেই করতে পারবে।

স্নেহাস্পদ দ্বীনপ্রিয়রা

সলাত ধর্মের মূল স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ ﷺ- বলেছেন, الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين و من هدمها فقد هدم الدين "সলাত ধর্মের মূল স্তম্ভ। যে সলাত কায়েম করল সে দ্বীনকে কায়েম করলো আর যে সলাত আদায় করলো না সে দ্বীনকে ধ্বংস করলো।" আল কুরআনে সলাত প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। আর সলাত হলো দাওয়াতেরও সুদৃঢ়তম হাতিয়ার। তোমরা আহলে হাদীস তোমরা শুব্বান বলে অন্যদের সাথে সালাত আদায় না করে একাকী সালাত আদায় করবে বাড়ীতে। তাহলে সলাত কায়েম হবে না। তাছাড়া তোমাদের সলাত পদ্ধতি রাসূলের পদ্ধতি অনুযায়ী হচ্ছে এটা অন্যরা জানবে কি করে। তোমরা যেখানে থাকবে সেখানেই জামাতের সাথে সলাত আদায় করার চেষ্টা করবে, তাহলে অন্যান্য মুসল্লির মনে একটি প্রশ্ন দেখা দিবে যে, আমাদের সলাত তাদের সলাতে স্পষ্টত পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তখন তারা নিজের থেকেই সলাত সহি করাসহ অন্যান্য বিষয়ে জানতে চেষ্টা করবে। এভাবে না করলে তোমাদের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে কিভাবে?

সুপ্রিয় ইসলামের আত্মসংযমীরা

ইসলামী সংগঠনে ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। ইসলাম উদারতার ধর্ম। উদারতা এবং সদাচারের মাধ্যমে ইসলাম যত প্রচার লাভ করেছে তরবারির মাধ্যমে ততোটুকু প্রসার লাভ করেনি। এটা বাহ্যতঃ সত্য যে, আমাদের ইসলামি দলগুলোর চেয়ে অনৈসলামি দলগুলো তুলনামূলক বেশী উদার। এটা আমাদের জন্য আফসোসের বিষয়। তোমরা লক্ষ্য করবে নফলে যায়েদা তথা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উদারতার মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একই কাতারভূক্ত করতে হবে। ঐক্যের নামে অনৈক্য সৃষ্টি করা যাবে না।

সুপ্রিয় ইসলামের কলমযোদ্ধারা

তোমরা জান অসির চেয়ে মসি অনেক শক্তিশালী। বিশ্বের যে যতবড় ক্ষমতাশালী যত বড়ই হোক না কেন তার শক্তি ক্ষমতা শুধু নির্দিষ্ট সময় ও পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকে। একমাত্র মসিযোদ্ধা ছাড়া। তার ক্ষমতা এবং শক্তি সময় বা স্থানের মধ্যে থাকেনা। সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ে। যুগ যুগ ধরে এ মসিযোদ্ধারা স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকেন। তাছাড়া দ্বীন প্রচারে মসি একটি অন্যতম বড় অস্ত্র। **তোমাদেরকে কলমযোদ্ধা হতে হবে। এজন্য তোমরা একটি লেখক ফোরাম গঠন করবে। তোমরা বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরতে "মাসিক শুব্বান" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে পার।**

শুব্বান বন্ধুরা

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। যে জাতির জ্ঞানের ভান্ডার শুন্য সে জাতির ধনের ভান্ডারেও যে ভবানী। মনে রেখো শিক্ষা ছাড়া বড় হওয়া যায় না। শুব্বান এবং জমঈয়তের মধ্যে শিক্ষিত লোকের বড় অভাব। দেশের বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানে আমাদের লোকজন নেই বললেই চলে। যারাও আছেন তারা আবার বর্ণচোরা; সহজে ধরা দেন না। সারাদেশে আমাদের সংখ্যা তিন কোটির বেশি হলেও সে তুলনায় যোগ্য লোকের সংখ্যা হাতে গুণা কয়েকজন। উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার জন্য আমার দুয়ার তোমাদের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। যে কোন সময় আমার সাথে কথা বলতে পারবে যে কোন পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

সুপ্রিয় কর্মোদ্যমীরা

বড় না হলে বড় পদে যাওয়া যায় না। বড় পদে যাওয়া না গেলে দ্বীন, দেশ-জাতির সেভাবে কারো কোন সেবা করা যায় না। তাই বড় হও নিজের চেষ্টায়। নিজেকেই বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে। কেউ তোমাকে বড় করে দিবে না। যে স্বপ্ন তোমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখো সেটা স্বপ্ন নয়; যে স্বপ্ন তোমাকে ঘুমাতে দেয় না সেটাই হলো প্রকৃত স্বপ্ন। আমার বড় হওয়ার পিছনে জমঈয়তের কতটুকু অবদান আছে, শুব্বানেরই বা কতটুকু কৃতিত্ব আছে, কেউ কি আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে না উৎসাহ দিয়েছে? কিন্তু আমি তোমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছি। স্বপ্নও দেখাচ্ছি। তোমরা বড় না হলে কে বড় হবে তাহলে? তুমি বড় হওয়ার পরে তোমার সন্ধান ঠিকই হবে। আমি বড় না হলে আজকে তোমরা এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে না। জানালেও অন্তত: সম্মেলন বক্তা করতে না।

নিঃস্বার্থ কর্মীবৃন্দ

বর্তমানে দেশে চল্লিশোর্ধ এলাকায় জমঈয়ত রয়েছে। যেখানে শুব্বান এর শাখা নেই অথচ জমঈয়তের শাখা আছে। তোমাদের কর্ম পরিধি বাড়াতে তোমরা জমঈয়তের সঙ্গে মিলে শাখা সেখানে অচিরেই শুব্বান এর শাখা খুলবে। আমার জানামতে জামালপুরে জমঈয়তের ৬০৭টি মসজিদেই এলাকা শাখা রয়েছে। কিন্তু সব এলাকায় শুব্বান এর শাখা নেই। আমি জামালপুরসহ দেশের সকল এলাকায় শুব্বান এর শাখাা গঠন করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

সংগ্রামী শুব্বান কর্মীবৃন্দ

যতক্ষণ কেউ নিজের ভাগ্য পরিবর্তন না করে ততক্ষণ আল্লাহ কারো ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। তোমরা যুবক। তোমাদের হাত অনেক শক্তিশালী। তোমরা যেটা ধরবে সেটাই স্বর্ণ হয়ে যাবে। আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা আজ থেকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। সারাদেশে শুব্বান এর যত কর্মী এবং নেতৃবৃন্দ রয়েছ যদি প্রত্যেকেই ২০ টাকা করে আলাদা করে রাখো, সারা দেশের যদি তোমরা ১০ হাজার কর্মী থাক, মাসে ২০০,০০০/- টাকা জমা হবে। তোমরা দু'বছরেই ঢাকাতে নিজস্ব একটি ফ্ল্যাট নিতে পারবে। এভাবে তোমরা নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হবে।

মাননীয় জমঈয়তের কর্ণধার

'পেটে খেলে পিঠে সয়' বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত প্রসিদ্ধ প্রবাদ। আমি শুব্বান এর পক্ষ থেকে জমঈয়তের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি জমঈয়তের ভবিষ্যতের কর্ণধারদেরকে যোগ্য করে তুলতে এদেরকে পেট্রোনাইজ তথা পরিচর্যার এখনি সময়। এ বিষয়ে জমঈয়তের নেতৃবৃন্দকে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে হবে। জমঈয়তের অনেক লোকের বড় বড় মিল ফ্যাক্টরি আছে। আছে কল-কারখানা। আমাদের শুব্বানের ছেলেরা যেন আপনাদের ঐ সব প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায়। সে ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। এ দেশের সকল এলাকার জমঈয়ত নেতৃবৃন্দকে সকল কাজে তাদের সহযোগিতার জন্য আহবান করতে হবে। জমঈয়তের সহযোগী হিসেবে ওদেরকের সকল কাজে রাখতে হবে। ওরা এখন শিখার সুযোগ না পেলে আমাদের অবর্তমানে কে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে?

প্রিয় দেশপ্রেমিক যুবকরা

বর্তমান জমঈয়তের দায়িত্বশীল আমরা জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে গেছি। তোমরা জমঈয়তের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তোমাদেরকেই জমঈয়তের হাল ধরতে হবে। বিগত বছরে জমঈয়তের ছয়জন বর্ষীয়ান অভিভাবককে আমরা হারিয়েছি। ইহজগতের মায়া ত্যাগ করেছেন জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী, সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী এবং দুইজন বর্ষীয়ান সেক্রেটারি জেনারেল যথাক্রমে শাইখ মুহাম্মদ যিল্লুল বাসেত, অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাবীব, অল-ইণ্ডিয়া জমঈয়তের বিদগ্ধ মনীষী শাইখ হাফেয আইনুল বারী আলিয়াবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ জমঈয়তপ্রিয় সকল ভাইয়ের জন্য দুআ করছি।

সেই সাথে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে যাদের রক্তের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

সাংগঠনিক প্রতিবেদন ৮ম সেশন (২০১৯-২০২১)

তানযীল আহমাদ

সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

ভূমিকা

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ৮ম সেশনের মজলিসে ক্বারার তথা কার্যনির্বাহী পরিষদ গত ১৯ এপ্রিল ২০১৯ ইং তারিখে গঠিত হয়। ২০ এপ্রিল ২০১৯ ইং তারিখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, রমনায় আনুষ্ঠানিক অভিষেকের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ১ মে ২০১৯ ইং তারিখে জমঈয়ত ভবনে শুব্বানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিগত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছ থেকে ২০১৯-২০২১ ইং সেশনের নির্বাচিত ৮ম মজলিসে ক্বারার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। অতঃপর দেশব্যাপী শুব্বানের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য পাঁচদফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করত বিভিন্ন ধরনের যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০১৯-২০২১ সেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১ম দফা কর্মসূচি : ইসলাহুল আক্বীদাহ বা আক্বীদাহ সংশোধন

ইসলাহুল আক্বীদাহ বিষয়ে দেশবরেণ্য ইসলামিক স্কলারদের দিয়ে শুব্বানের ৩য় স্তরের কর্মীদের নিয়ে সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন, বিভিন্ন জেলায় জোনভিত্তিক ও জেলাভিত্তিক আরেফ কর্মশালা আয়োজন, দেশের বিভিন্ন স্থানে জুমআর খুতবার জন্য দা'ঈ টিম প্রেরণ, সাপ্তাহিক ও মাসিক দাওয়াতী প্রোগ্রামগুলোতে আক্বীদাহবিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আক্বীদাহ্ বিষয়ক প্রচারণাসহ নানামুখী কর্মসূচি ইসলাহুল আক্বীদাহ বা আক্বীদাহ সংশোধন কর্মসূচিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়া শুব্বান রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রকাশিত 'আক্বীদাহ্ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর' শীর্ষক পুস্তিকাটি বিভিন্ন মহলে আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

মন্তব্য: আক্বীদাহ সংশোধনে সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এ বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ, সমসাময়িক ভ্রান্ত দলগুলো নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, সাধারণের উপযোগী করে বই পুস্তক, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল প্রকাশ ও বিতরণ করতে হবে। আক্বীদাহ সংশোধনের গুরুত্ব ও ভ্রান্ত আক্বীদাহ নিয়ে সেমিনায় আয়োজন করা যেতে পারে।

২য় দফা কর্মসূচি : আদ দা'ওয়াহ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার

১. কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ গত দুই রমাযানে সারা দেশের বিভিন্ন জেলার অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। ১৪৪০ হিঃ/২০১৯ ইং রমাযানে বিভিন্ন জেলার ২২৯ টি কেন্দ্রে কুরআন

শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ১৪৪১ হিঃ/২০২০ ইং রমাযানে কোভিড-১৯ এর কারণে সরাসরি এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত না হলেও অনলাইলের মাধ্যমে ৪২জন (নারী-পুরুষ) প্রশিক্ষক ৩টি ক্যাটাগরিতে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অনুবাদ গ্রুপ) কুরআন শিক্ষা প্রদান করেন। এতে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রায় সাড়ে তিনশত (নারী-পুরুষ) শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ১৪৪২ হিঃ/২০২১ ইং সালের রমাযানেও এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে ইনশআল্লাহ।

উল্লেখ্য, এই কর্মসূচিতে কেন্দ্র ও জেলা শুব্বানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষকদেরকে যৎসামান্য সম্মানীও প্রদান করা হয়।

২. মাসিক আলোচনা সভা

জনসাধারণের মাঝে দ্বীন ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে জমঈয়ত ভবনে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ. মিলনায়তনে প্রায় প্রতিমাসে ১টি করে মাসিক আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ওলামায়ে কেরাম এতে গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী আলোচনা পেশ করেন। এই সেশনে সর্বমোট ৬টি আলোচনা সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে এই কর্মসূচির ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছিল।

৩. অনলাইন আলোচনা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুক লাইভের মাধ্যমেও কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে ধারাবাহিক আলোচনা প্রচারিত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ১৬৫টি অনলাইন আলোচনা প্রচারিত হয়েছে। এতে দেশ বিদেশের অনেক বিজ্ঞ ও তরুণ আলোচক বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেছেন। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে অনলাইন এই আলোচনার চুম্বক অংশ শুব্বানের ইউটিউব চ্যানেল Shubban Dawah তে আপলোড করা হয়েছে।

৪. কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল

১৪৪০ হিঃ/২০১৯ ইং রমাযানে জমঈয়ত ভবনে কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে শুব্বানের কর্মীরা ছাড়াও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। ইফতারের পূর্বে ওলামায়ে কেরাম সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এর কারণে ১৪৪১ হিঃ/২০২০ ইং রমাযানে ইফতার মাহফিল আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

৫. দা'ওয়াতী সফর

দাওয়াতী সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন আহলে হাদীস অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে দাওয়াতী সফরের আয়োজন করা হয়। বিশেষত, জুম'আর খুতবা প্রদানের জন্য ১৬টির অধিক টিম প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন জেলায়ও এই কর্মসূচি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়ে আসছে।

৬. ওয়াজ মাহফিল

কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় ঢাকার বাড্ডা থানার বেরাইদে ২টি, গাইবান্ধা ও মুন্সিগঞ্জে ১টি করে মোট ৪টি ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

৭. প্রতিবাদ সভা

ফ্রান্স সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি ও ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ ও প্রচারের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে বায়তুল মুকাররমের সামনে তীব্র প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। এ ছাড়া কেন্দ্রের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে রংপুর, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, ময়মনসিংহ, শেরপুর, যশোর, নওগাঁ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, নীলফামারীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।

৮. শুব্বান রিসার্চ সেন্টারে গতি সঞ্চার

গবেষণাভিত্তিক বইপত্র প্রকাশ ও প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় শুব্বান একটি রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। ইতঃপূর্বে রিসার্চ সেন্টারের কর্মকাণ্ড সীমিত পরিসরে ও আগোছালোভাবে চালু থাকলেও এই সেশনের মজলিসে ক্বারার শুব্বান রিসার্চ সেন্টারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সাবেক সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। রিসার্চ সেন্টার থেকে ইতোমধ্যে 'ভারতীয় উপমহাদেশে আহলুল হাদীস: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ', 'মহামারী করোনা ও প্রাসঙ্গিক ফিক্বহী মাসআলা' 'মিন্দানাওয়ে স্বায়ত্তশাসন: ইসলামের নতুন সূর্যোদয়' এবং 'আক্বীদাহ্ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল' শীর্ষক বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ও প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী রাহিমাহুল্লাহর বইসমূহ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এই বিভাগকে সমৃদ্ধ করার জন্য আরো বেশি আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

৯. দারুস সালাম ও মাকতাবাতুশ শুব্বানের আত্মপ্রকাশ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা দা রু স সা লা ম বাংলাদেশ-এর সত্ত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ শরীফ হুসেইন প্রকাশনীর সমুদয় বইপত্র, শেলফ-আলমারি, কম্পিউটার প্রভৃতি কেন্দ্রীয় শুব্বানকে সত্ত্বসহ দান করেছেন। আলহামদুল্লিাহ। আল্লাহ তাঁকে এর জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। দা রু স সা লা ম ও মাকতাবাতুশ শুব্বান গত সেপ্টেম্বর-২০২০ ইং তারিখ থেকে যাত্রা শুরু করেছে। কুরআন, সুন্নাহ, ইসলামী ইতিহাস, ইসলামী সাহিত্য, শিশুতোষ ও দেশ-বিদেশের সালাফী ওলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদির নির্ভরযোগ্য বিক্রয়কেন্দ্র হিসেবে ইতোমধ্যেই দা রু স সা লা ম ও মাকতাবাতুশ শুব্বান সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

১০. বার্ষিক ক্যালেন্ডার ও রমাযানের তুহফা বিতরণ

দাওয়াহ ও তাবলীগ বা আহবান ও প্রচারের অংশ হিসেবে গত ২০১৯ ও ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় শুব্বান মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবিসহ বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে ও সারাদেশে বিতরণ করেছে। সেইসাথে ১৪৪০ ও ১৪৪১ হিজরির রমাযানের তুহফা ছাপিয়ে সারাদেশে বিতরণ করেছে ও অনলাইন প্রচারণা চালিয়েছে। ইতোঃমধ্যে ১৪৪২ হিজরির রমযানের তুহফা বিতরণের জন্য ছাপানো হয়েছে।

১. বৈঠক/সভা:

১.১. মজলিসের আমের বৈঠক:

৮ম সেশনে শুব্বানের সর্বোচ্চ ফোরাম মজলিসে আমের মোট ৩টি বৈঠক যথাক্রমে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ও ২ এপ্রিল ২০২১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে, ২টি বৈঠক শুব্বানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ও অপরটি সাভার বাইপাইলস্থ আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ. মডেল মাদরাসায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.২. মজলিসে ক্বারারের বৈঠক:

এই সেশনে শুব্বানের মোট ১১টি পূর্ণাঙ্গ ক্বারার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এগলোর মধ্যে অধিকাংশ সভা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং কোভিড-১৯ এর কারণে বেশ কয়েকটি বৈঠক অনলাইন জুম প্লাটফরমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.৩. জরুরি বৈঠক:

বিভিন্ন সময় তড়িৎ সিদ্ধান্তের জন্য জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০টির অধিক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে বেশকিছু বৈঠক অনলাইন জুম প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. সারা দেশকে ৮টি সাংগঠনিক জোনে বিভক্তকরণ

কেন্দ্র ও জোনের পরিচালনায় জেলাগুলোর সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি ও আরো সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে এই লক্ষ্যেই দেশব্যাপী অঞ্চলভিত্তিক ৮টি জোন গঠন করে সকল সাংগঠনিক জেলাকে জোনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জোনগুলো হলো: ঢাকা, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, যশোর, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর।

২. জেলা কমিটি গঠন

দেশের সাংগঠনিক জেলাগুলোর মধ্যে মোট ১৯ টি জেলায় শুব্বানের জেলা কমিটি নবায়ন করা হয়। তন্মোধ্যে ঢাকা, বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ উত্তর, নারায়ণগঞ্জ দক্ষিণ, রাজশাহী, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, রংপুর, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, যশোর, নরসিংদী, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুর মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এবং জামালপুর, ময়মনসিংহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও শেরপুর জেলায় আহ্বায়ক কমিটি থেকে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠিত হয়। এ ছাড়া পঞ্চগড়, মুন্সীগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৩. শাখা বৃদ্ধি

৮ম সেশনে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুলাই-আগস্ট ২০১৯ ও নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০-কে শাখা বৃদ্ধির মাস ঘোষণা করা হয়। প্রথম ধাপে বিভিন্ন জেলায় নতুনভাবে ১০৭ টি শাখা এবং ৩৪ টি শাখা নবায়নসহ মোট ১৪১ টি শাখা বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ শাখা বৃদ্ধি করে প্রথম স্থান অধিকার করে রংপুর জেলা ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) পুরস্কৃত হয়। এছাড়া ঠাকুরগাঁও ও চাঁপাইনবানগঞ্জ জেলা পর্যায়ক্রমে ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে। জোন হিসেবে

সর্বোচ্চসংখ্যক শাখা বৃদ্ধি করে প্রথম স্থান অধিকার করে দিনাজপুর জোন। দ্বিতীয় ধাপে ৪২ টি শাখা বৃদ্ধি পায়; কারণ, একই সময়ে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও কর্মী মানোন্নয়ন কর্মসূচি চলমান ছিল।

৪. সাংগঠনিক সফর

সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় কমিটি গঠন ও নবায়ন, আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ এবং জেলা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে মোট ৪৮ টি সাংগঠনিক সফর করা হয়। মজলিসে কার্রারের সদস্যগণ এসব সফরে অংশ নেন। মজলিসে আমের কয়েকজন সদস্য এবং শুব্বানের সাবেক নিবেদিত ভাইয়েরাও এতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেন।

৫. শিক্ষা সফর

সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং কর্মীদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে ও তাদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং তারিখে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন শেষে খুলনা আল মা'হাদ আস সালাফিয়ায় জমঈয়তের শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বি, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজচিন্তক প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান স্যারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করা হয়। এতে শুব্বানের বিভিন্ন স্তরের দেড় শতাধিক কর্মী অংশ নেয়। গত ১০ ও ১১ মার্চ ২০২১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় সফরে পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির প্রাকৃতিক বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করা হয়। এতে শুব্বানের বিভিন্ন স্তরের শতাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করে।

৬. বিদেশ সফর

২০২০ ইং সালে শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী ও বর্তমান সভাপতি জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম নিজ উদ্যোগে পবিত্র উমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরবে গমন করেন। সেখানে সৌদি জমঈয়ত শাখা ও মদীনা ইসলামী বিশ্বদ্যিালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্রদের সাথে বেশ কয়েকটি সৌজন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

৭. জমঈয়তের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ

কেন্দ্রীয় শুব্বান তাদের অভিভাবক সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে, রমাযানে বিভিন্ন জেলা জমঈয়তের ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ, ২০১৯ সালের ঈদুল আযহায় বাইপাইলের মাদরাসায় অবস্থান, জমঈয়তের বার্ষিক দাওয়াহ ও তাবলীগী সম্মেলনে অংশগ্রহণ, কেন্দ্রীয় ইয়াতিমখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, ওয়ার্কিং ও নির্বাহী কমিটির মিটিংয়ে যোগদান, ১০ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে দায়িত্বপালন উল্লেখযোগ্য।

৪র্থ দফা কর্মসূচি : আত তাদরীব ওয়াত তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ

১. সালেহ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শুব্বান কর্মীদের সর্বোচ্চ স্তর সালেহদের নিয়ে ২ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ও ১৭ জুন ২০২০ ইং তারিখ আয়োজন করা হয়। যার ১ টি আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ. মিলনায়তনে ও ১ টি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শুব্বানের ৩য় স্তরের কর্মী সালেকদের নিয়ে মোট ৩ টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাগুলো যথাক্রমে, ১১ ও ১২ মে ২০১৯, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এবং ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং তারিখে জমঈয়ত ভবনের আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ. মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০০ জন, ১৬০ জন ও ২০০ জন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত ও শুব্বানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, শুব্বানের সাবেক দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গুণীজন। এ ছাড়াও জেলা পর্যায়ে আরেফ কর্মীদের নিয়ে জোনভিত্তিক অনেকগুলো প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যাতে কেন্দ্রীয় শুব্বান অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা করে।

৩. সালেহ মানে উন্নীতকরণ

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা ও সার্বিক পর্যবেক্ষণ শেষে মানোন্নয়ন বোর্ডের সুপারিশক্রমে মোট ২০ জনকে সালেহ মানে উন্নীত করা হয়। সালেহদের শপথবাক্য পাঠ করান শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ রেজাউল ইসলাম।

৫ম দফা কর্মসূচি : ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কার

১. বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

গত জুন ২০২০ এ সারাদেশে শুব্বানের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি জমঈয়ত ভবনের সামনে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এরপর সারা দেশের ১৯ টি জেলায় এই কর্মসূচি স্বতঃস্ফূর্ত ও সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। ২০১৯ সালেও এ কর্মসূচি সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিটি শুব্বানের নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে প্রতিবছর আয়োজনের প্রত্যয় জানানো হয়।

২. ত্রাণ বিতরণ

২০১৯ ও ২০২০ সালে বন্যাকবলিত দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়। করোনাকালীন সময়েও গরীব, অসহায় ও দুঃস্থদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়। শুব্বানের নিজস্ব তহবিল ও দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় সর্বমোট ৬,৮১,০০০/- (ছয় লক্ষ একাশি হাজার মাত্র) টাকার ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

৩. কুরবানি কর্মসূচি অনুষ্ঠান ও দুঃস্থ-অসহায়দের মাঝে গোশত বিতরণ

১৪৪১ হিঃ/২০২০ ইং সালে যিলহাজ্ব মাসে কুরবানির পশু ক্রয়ের জন্য কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলায় ৭ টি গরু ক্রয় বাবদ ৪,৩০,০০০/- (চার লক্ষ ত্রিশ হাজার মাত্র) টাকা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ২টি ছাগল ক্রয় বাবদ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার মাত্র) টাকাসহ সর্বমোট ৪,৫৫,০০০/-(চার লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার মাত্র) টাকার আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। এ কর্মসূচিতেও শুব্বানের নিজস্ব তহবিলের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার সর্বাত্মক সহযোগিতা ছিল।

৪. নলকূপ বিতরণ

কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার ৭টি স্থানে বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ৭টি নলকূপ স্থাপন করা হয়। এতে মোট ৭০,০০০/- (সত্তুর হাজার মাত্র) টাকা ব্যয় হয়।

৫. শীতবস্ত্র বিতরণ

২০২০-২০২১ সালের শীতকালে দেশের উত্তরাঞ্চলের ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার অসহায়-গরীব মানুষের মাঝে ১,৪১,১০০/-(একলক্ষ একচল্লিশ হাজার একশত টাকা মাত্র) টাকার শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

আয়-ব্যয় :

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ৮ম সেশনে (২০১৯-২০২১ ইং) দুই বছরে মোট আয় ৩৮,৫১,৬১৪/- (আটত্রিশ লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত চৌদ্দ টাকা মাত্র)। মোট ব্যয় ৩৫,৭৯,০৬২/- (পয়ত্রিশ লক্ষ উনআশি হাজার বাষট্টি টাকা মাত্র)। উদ্বৃত্তঃ ২৭২,৫৫২/- (দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশত বায়ান্ন টাকা মাত্র)। যার বিস্তারিত বিবরণ গত ০২/০৪/২০২১ ইং তারিখে মজলিসে আমের সর্বশেষ বৈঠকে কোষাধ্যক্ষ সাহেব পেশ করেছেন।

শেকড় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ (শেসাস) :

ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ ও চর্চার জন্য জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ অনেক আগেই শেকড় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ গঠন করে। এই সেশনে শেকড়ের কার্যক্রম বেগবান হয়। ইতোমধ্যে শেকড়ের ১০ টি কারার মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনলাইন প্রচারণার জন্য ফেসবুক, ইউটিউবেও তাদের কার্যক্রম গতি পেয়েছে। অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে তারা ইতোমধ্যে ১২ টি জেলায় জমঈয়ত ও শুব্বানের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে, ১৫ টি লাইভ প্রোগ্রাম, ৩ টি গান রিলিজ, শেকড়ের ইন্ট্রো তৈরী, পূর্বের ভিডিও ধারণকৃত ১১ টি গানের এডিটিং সম্পন্ন করে ইউটিউবে আপলোড করাসহ বেশকিছু কার্যক্রম তারা করেছেন।

শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফি হাফি.
সিনিয়র কর্মকর্তা, সৌদি দূতাবাস ও
সাবেক সহ সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জামায়াত, সংগঠন, উম্মাহ, আন্দোলন, সংগ্রাম, বিপ্লব প্রভৃতি শব্দগুলো আজ ইসলামের আলোচনায় বা জ্ঞান গবেষণায় নতুন করে আমদানী করা হয়নি। ইসলামের মূল প্রাণসত্তার সাথে এই শব্দগুলো ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে আছে। এই দ্বীন এসেছে তার বিপরীত সমস্ত দ্বীন বা মত ও পথের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্যই। মহান আল্লাহ তদীয় রাসূল (সঃ) কে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

"যেন তিনি এটিকে সকল দ্বীনের উপর বিজয় দান করেন"

কোন বিপরীত শক্তির উপর বিজয়ী হওয়ার স্বাভাবিক দাবীই হলো একটা সর্বাত্মক আন্দোলন, একটা প্রাণান্তর সংগ্রাম, একটা সার্বিক বিপ্লবী পদক্ষেপ। এই কারণেই আল কুরআনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে ঈমানের অনিবার্য দাবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠা প্রাণান্তকর পরিশ্রমের কাজ, নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার কাজ; যা একা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যদিও একাকী সলাত আদায়, যাকাত প্রদান প্রভৃতি কাজগুলো করা সম্ভব কিন্তু ইসলাম সর্বদা জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের কথাই বলে। একজন সংগঠন প্রধান কিংবা আমীরের এক নির্দেশে হাজার হাজার জায়গায় মুহূর্তে দাওয়াতী প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হতে পারে।

এ জন্যই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর মূল কর্মসূচীতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একচ্ছত্র নেতৃত্বের আলোকে এক ও অখন্ড মুহাম্মাদী জামাআ'ত প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে জমঈয়তে আহলে হাদীস নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করিবে। আর সেগুলো হলোঃ আকীদা সংশোধন ও মৌলিক ইবাদত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চরিত্র গঠন, সলাত কায়েম, যাকাত আদায়, সিয়াম পালন ও হাজ্ব পালনের সহীহ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত রাখা। অণুরুপ দ্বীন ইসলামের সঠিক প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবার মাধ্যমে ইসলামী সমাজ গড়া। ভারতবর্ষে ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে জিহাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আহলে হাদীসরা। শত নির্যাতন, কারারবণ, নির্বাসন আর ফাঁসিকে হাসিমুখে বরণ করে এই পবিত্র জামাআতের মহান নেতারা আমাদের জন্য মাইলফলক হয়ে আছেন, থাকবেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ সালে ভারতবর্ষে অলইন্ডিয়া জমঈয়তে আহলে হাদীস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লামা আব্দুল্লাহ গাযীপুরী রহঃ ও আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী রহঃ এর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী জমঈয়ত গঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৬ ইং সালে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী রহঃ এর নেতৃত্বে নিখিল বঙ্গ আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস গঠিত হয় এবং পরে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস গঠিত হয় প্রফেসর আল্লামা ডঃ আব্দুল বারী রহঃ স্যারের নেতৃত্বে। তৎকালীন এ নেতৃত্ব, এ সংগঠন সকল আলেম ওলামা একবাক্যে মেনে নিয়েছিলেন। একজন কোন নির্ভরযোগ্য আলেমও কোন প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু হঠাৎ

করেই কিছু পেটপূজারী, স্বার্থান্বেষী ফেতনাবাজ ও বিচ্ছিন্ন নামকাওয়াস্তে আলেম, অপরিণামদর্শী কিছু পরগাছা আজ সংগঠন বৈধ- অবৈধ নিয়ে প্রশ্ন তোলার দুঃসাহস দেখায়। সংগঠন নাকি প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ায়। মরহুম মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী রহঃ আজ জীবিত থাকলে হয়তো তাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন "উল্টো বুঝিল রাম"।

আমীরের আনুগত্য ও বাইয়াত :

আনুগত্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা 'উলিল আমর' তাদের আনুগত্য কর।"[১] এ আয়াতে কারীমার আলোকে সংগঠন এর নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রমাণিত হয়। এছাড়াও অসংখ্য হাদীসে আমীরের আনুগত্যের প্রতি নবী সঃ এর নির্দেশনা এসেছে। তবে সে সমস্ত হাদীসে যদিও আমীর বলতে শাসকশ্রেণিকে বুঝানো হয়েছে অণু রুপ বাইয়াত বলতেও শাসকশ্রেণির হাতেই বাইয়াতের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু বেশ কিছু হাদীসে সরাসরি সুলতান শব্দ উল্লেখ হয়েছে। এ জন্যই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসে কোন বাইয়াতের প্রথা নেই।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহঃ ও বলেছেন যে, সফরে তিনজন হলেও যখন একজন আমীর নিযুক্তির কথা বলা হয়েছে তখন সামাজিক যে কোন অনুষ্ঠানে ও যে কোন বিষয়েও একজন আমীর থাকতে হবে। তিনি বলেন:

فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.

"আদম সন্তানদের কোন মাসলাহাত বা কল্যাণমূলক কোন প্রয়োজন পরস্পরে মিলিত হওয়া ছাড়া পূর্ণতা পায়না। সুতরাং তাদের যে কোন মিটিং এ একজন নেতৃত্বের আবশ্যকতা রয়েছে। এমনকি নবী সঃ বলেন: 'যখন তিনজন যদি কোন সফরে বের হয় তখন অবশ্যই যেন তাদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে।"[২]

নবী সঃ যেখানে তিনজন হলেও একজন আমীর নিযুক্তির নির্দেশ প্রদান করেছেন সেখানে তিন চার কোটি আহলে হাদীসগণের কোন আমীর থাকবেনা এটা তো পাগলের প্রলাপ। যারা এমনটা বলেন তারা হয়ত জ্ঞানপাপী অথবা স্বার্থান্বেষী আর না হলে দল থেকে বিতাড়িত।

সম্প্রতি ফেসবুক দুনিয়ায় দাওয়াতী সংগঠন করার বৈধতা নিয়ে পক্ষ ও বিপক্ষের বিতর্ক এখন একেবারে তুঙ্গে। আর তাতে প্রতিদিন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে । এ বিষয়টি পাবলিকলি ছেড়ে দেয়ায় তুই মুই ও শুরু হয়ে গেছে মারাত্মকভাবে। একজন খ্যাতনামা আলেমকে মানসিক রোগী পর্যন্ত বলা হয়েছে। প্রয়োজনে কোন আলেমের সংগঠন বিরোধী পুরাতন বক্তব্য নতুন করে শেয়ার করে যেন ঈমানের তাজদীদ করা হচ্ছে ও দল ভারি করার মহাপ্রয়াস চলছে । সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাগণ ও সংশ্লিষ্টগণ যেন সংগঠন করে কারীরা গুনাহ করে ফেলেছেন । সমাজে বিভক্তি তৈরী করে ফেলেছেন । নাউযুবিল্লাহ।

---

1 . **সূরা আন নিসা, ৪/৫৯**

2 . (আবূদাউদ) মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৯০

মরহুম মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী সাহেবের উল্টা বুঝিল রাম তখন বয়সের স্বল্পতার কারণ খুব একটা বুঝতাম না কিন্তু এতদিন পরে উল্টা বুঝিল রাম বিষয়টি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ। নবী সঃ এর অমিয় বাণী:

لعن آخر هذه الأمة أولها

(কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে এটিও যে) এই উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা পূর্বসূরীদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করবে।"[3]

আমি সংগঠন করার বৈধতা ও তা মুস্তাহাব এবং তা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার স্বপক্ষে সরাসরি কুরআন সুন্নাহ ও ইসলামের বিদগ্ধ মনীষীগণের মতামত ও ফাতাওয়া উল্লেখ করবো ইন শা আল্লাহ। কিন্তু তার পূর্বে শুধু একটি কথা বলতে চাই যে, স্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে দেখি প্রায় সকলেই মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তখন তাকওয়া পরহেজগারিতা কিছু সময়ের জন্য কোথাও জমা রেখে আসা হয়। এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, সংগঠনগুলি সংগঠন বা সংস্থা। কিন্তু বারবার এগুলোকে দল বা ফিরকা বলা হচ্ছে। শাইখ আলবানী রহঃ ওদের শায়েস্তা করেছেন যা তাঁর ফতওয়ায় দেখতে পাবেন ইন শা আল্লাহ। মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমের অসংখ্য জায়গায় সংগঠনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আমি শুধু একটি আয়াত উল্লেখ করতে চাই। মহান আল্লাহ বলেন:

ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير.... الآية

"তোমাদের মধ্য হতে একটি উম্মত তথা জামায়াত হতেই হবে যার সদস্যরা বা ঐ জামায়াতের লোকেরা মানুষকে আহবান করবে কল্যাণের পথে।"[4]

এই সংগঠনগুলিই কিন্তু জামায়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ রুপ। একক ও বিচ্ছিন্ন থাকলে কি কখনো জামায়াত হয়? তবে তো নিজ গৃহে সলাত আদায় করেও জামায়াতে সলাতের মর্যাদা পাওয়া যেত!!!

কবি বলেন:

كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم

"কত ব্যক্তিই তো রয়েছে যে বিশুদ্ধ কথার ভুল ধরে বসে, মূলত তার সমস্যা হলো তার দুর্বল বুঝ।"

ইমাম তবারী, ইবনু কাসীর রহ. বলেছেন ফিরকা অর্থ দল। আল্লমা সা'দী এমনকি শাইখ সলেহ আল ফাওযান প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম আয়াতে উল্লিখিত "উম্মত" এর তাফসীরে জামায়াত উল্লেখ করেছেন। এই জামায়াত কিন্তু একজন ঠাকুরগাঁওয়ে আর অপরজন নোয়াখালীতে অবস্থান করলে হবে না। এই জামায়াত বলতে একই সাথে কিংবা একই সংগঠনের আওতায় অবস্থানকারীগণকেই বুঝাবে। তাওহীদবাদীদের ইসলামী ও দাওয়াতী সংগঠনকে পৃথিবীর কোন আলেম অবৈধ কাজ বা নাজায়েজ বলতে পারেনা। এটি সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব ও প্রসংশনীয় কাজ। আমি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সমকালীন বিখ্যাত আলেমগণের কয়েকটি ফাতাওয়া বা মতামত তুলে ধরবো ইন শা আল্লাহ।

---

3. তিরমিযী, দুর্বল সূত্রে

4. সূরা আলে ইমরান, ৩/১০৪

১. আল্লামা শাইখ বিন বায রহঃ এর ফাতাওয়া:

শাইখকে সুদানের কিছু আলেম ও দাঈ প্রশ্ন করেন যে, আমরা দাওয়াতি উদ্দেশ্যে "জমঈয়াতুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ" নামক একটি সংগঠন করেছি; সেটা কোন দল নয় বরং একটি দ্বীনী ও দাওয়াতি সংগঠন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? শাইখ বিন বায রহঃ বলেন:

فهذا المنهج الذي ذكرتم أعلاه في الدعوة إلى الله تعالى، وتوجيه الناس إلى الخير على هدي الكتاب والسنة وطريق منهج صالح سلف الأمة نوصيكم بالتزامه والاستقامة عليه، والتعاون مع إخوانكم الدعاة إلى الله في السودان وغيرها فيما يوافق الكتاب والسنة"...

وقال أيضاً كما في مجموع فتاواه : "وفي زمننا هذا -والحمد لله- توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق، كما في الجزيرة العربية ... وغير ذلك من أنحاء العالم، توجد جماعات كثيرة ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به، وتحذر من خلافه، فعلى المسلم الطالب للحق في أي مكان؛ أن يبحث عن هذه الجماعات، فإذا وجد جماعة أو مركزاً أو جمعية تدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ تبعها ولزمها." ...

(সারকথা হচ্ছে) আপনারা যে মানহাজ ও পদ্ধতিতে সংগঠন তৈরীর কথা বললেন তা খুবই সুন্দর। আমি আপনাদের নসীহত করছি, আপনারা এই সংগঠনটিকে আঁকড়ে ধরে থাকুন ও সেটির উপর বহাল থাকুন। পাশাপাশি সুদানে যারা কিতাব সুন্নাহর প্রতি দাওয়াত দেয় সেসকল দাঈর সাথে সহযোগিতামূলক অবস্থান গ্রহণ করুন।

তিনি তাঁর ফাতাওয়ার কিতাব মাজমু ফাতাওয়ায় আরো বলেন: আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হকের পথে দাওয়াত প্রাদানকারী অসংখ্য জামায়াত ও সংগঠন পাওয়া যায়। সুতরাং হক অন্বেষণকারীদের উচিত হবে তারা যেখানেই থাকুক না কেন এ সমস্ত জামায়াত ও সংগঠন খুঁজে বের করে সেগুলোর অনুসরণ করা ও সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

২. শাইখ বিন বাযের আরো একটি অভিব্যক্তি:

সউদী আরবের দাওয়াহ, গবেষণা ও ফাতাওয়া বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই বিভাগটি বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসা ও সংগঠন এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দিচ্ছে। আর সহীহ আকীদার সংগঠনগুলিকে সহযোগিতার মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করছে। যেমন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শাইখ বিন বায রহঃ বলেন:

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله- في مجموع الفتاوى والمقالات (ج ٢، ص ٣٧٤- ٣٧٦

فقد قامت الرئاسة بمواصلة نشر رسالة الإسلام ... من خلال المساجد والمدارس والجمعيات والمؤسسات الإسلامية التي تدعمها , وتساهم في تأسيسها وبنائها , بواسطة دعاتها ..., وبحث ما فيه مصلحة لدعم الجمعيات الإسلامية المعروفة بسلامة الاتجاه...[5]

---

5 . মাজমু ফাতাওয়া ওয়াল মাকালাত, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৭৪-৩৭৬

৩. আল্লামা শাইখ আলবানী রহঃ এর ফাতাওয়া:

গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহঃ বলেন:

قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في 'سلسلة الهدى والنور' (شريط رقم: ٥٩٠):

"أيُّ جمعيةٍ تُقام على أساسٍ من الإسلامِ الصحيحِ، المستنبطةِ أحكامُها من كتاب الله، ومن سنة رسول الله، ومما كان عليه سلفنا الصالح، فأيُّ جمعيةٍ تقوم على هذا الأساس؛ فلا مجال لإنكارها واتهامها بالحزبية؛ لأن ذلك كلّه يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾، والتعاونُ أمرٌ مقصود شرعاً، وقد تختلف وسائله من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، ومن بلدة إلى أخرى، ولذلك فاتهامُ جمعيةٍ تقوم على هذا الأساسِ بالحزبيةِ أو بالبدعية؛ فهذا لا مجال إلى القول به .

যে কোন সংগঠন যদি সেটি বিশুদ্ধ ইসলাম ও কিতাব সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেটিকে অস্বীকার করার ও সেটিকে দল হিসেবে উল্লেখ করার কোন পথ নেই। কেননা এগুলি সবই মহান আল্লাহর বাণী "তোমরা পরস্পরে কল্যাণ ও তাকওয়ার উপর সহযোগিতা করো" এর আওতাধীন। তিনি আরো বলেন, এ সংগঠনগুলি স্থান ও সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলিকে দল বা বিদয়াত বলার কোন সুযোগ নেই।[৬]

৪. আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ বিন সলেহ আল উসাইমীন রহঃ এর ফতওয়া:

وجاء في مجموع الفتاوى والرسائل (٣٩/١٦):

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم....... -حفظه الله-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أفيدكم بأني أحب مواصلة الكتابة والتعرف على أحوال الجمعية لأن هذا يهم الجميع .

وقال أيضا - رحمه الله - في مجموع الفتاوى والرسائل (٢٢٥/١٧):

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ......

كما سرنا كثيراً تكوين جمعية إسلامية من الطلبة والعمال المسلمين في المدينة التي أنتم فيها ... تهتم هذه الجمعية بأمر الإسلام والمسلمين، فنسأل الله أن يثبتهم على ذلك، وأن يرزقهم البصيرة في دين الله، والحكمة في الدعوة إليه."

(সারকথা হলো) তিনি এক চিঠিতে বলেন, আমি নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতে ও আপনাদের সংগঠনের খোঁজ খবর রাখতে পছন্দ করি । কেননা এটি সবার সাথে সম্পৃক্ত।

তিনি আরো বলেন, আপনারা যে শহরে আছেন সেখানে সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হোক আমি তা খুবই পছন্দ করি। কেননা এ সংগঠন ইসলাম ও মুসলমানদের সার্বিক বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে। তিনি আরো বলেন, আমি তাদের জন্য দোয়া করি মহান আল্লাহ যেন এটির উপর তাদের অবিচল রাখেন।[৭]

---

6 . আল হুদা ওয়ান নূর সিরিজ, ৫৯০ নং রেকর্ড

7 . মাজমুল ফাতাওয়া ওয়ার রাসায়েল, খন্ড ১৬, পৃ: ২২৫

৫. আল্লমা শাইখ সলেহ আল লাহীদান এর ফতওয়া:

عبدالله من الجزائر سألكم بالنسبة لما يسمى تأسيس الجمعيات الخيريه تضم معاهد شرعية وغيرها ، البعض يقول يخالفون بذلك ولا يرون ! يقولون إن هذه المعاهد الشرعية التي تقوم في البلاد الاسلاميه اليوم لها توجه سياسي وغير ذلك.

الشيخ صالح اللحيدان : الأعمال بالنيات فإذا اجتمع ناس وأسسوا مؤسسة لتعليم القرآن الكريم أو تعليم أحكام العبادات ليحضوا الناس على الأعمال وكانت نيتهم أن ينفعوا الناس بهذا العمل فهذا لاشك أنه من الجهد المبارك ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ابن آدم اذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة ..." أو علم ينتفع به " فهذه المؤسسات العلميه إذا دخلتها النية وأنشأت لا للأرباح وإنما للمصالح : كتثقيف المجتمع ثقافة إسلاميه شرعية فإنه يكون داخلا في هذا العمل الذي يستمر المؤسسون له بعد موتهم يعود إليهم عائد كبير ... ينبغي للانسان أن لا يلتمس أمورا يدعيها بدعا وهي ليس لها مجال في الابتداع والله أعلم.

(সারকথা হচ্ছে) আমাকে আলজিরিয়া হতে প্রশ্ন করা হয়েছে ওখানে কিছু দ্বীনী ভাই ইসলামী সংগঠন করতে চান কিন্তু কিছু লোক বিরোধিতা কওে বলে যে, এসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নিয়্যতের উপর সব আমল নির্ভর করে। সুতরাং সৎ উদ্দেশ্যে ও কুরআন শিক্ষা ও ইবাদতের আহকাম শিক্ষার উদ্দেশ্যে যদি এটি করা হয় তবে অত্যন্ত বরকতময় প্রচেষ্টা। অতঃপর এটিকে তিনি সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেন ও বলেন এ জাতীয় সংগঠনকে বিদয়াত বলার কোন সুযোগ নেই.........

৬. আল্লামা শাইখ আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ এর ফতওয়া:

আল্লামা শাইখ আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ কে প্রশ্ন করা হয় যে, সালাফী মানহাজের উপর দাওয়াতি কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা কি বৈধ যার একজন সভাপতি থাকবে অন্যান্য সদস্য থাকবে?.....

الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله:

سئل الشيخ حفظه الله يوم ٢٣-ذو القعدة -١٤٣٢ هـ:

هل يجوز تأسيس جمعية هدفها الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هذه الجمعية لها رئيس وأعضاء مع العلم بأنه لا يسمح لأهل السنة إقامةُ الدروس والمحاضرات في المساجد إلا لمن يوافق أهواءهم؟

فأجاب : إذا كان بلد فيه جمعيات مخالفة للسنة، وأراد أهل السنة أن يكوّنوا جمعية يعني يقومون بسببها بالنفوذ إلى الناس، وأنهم يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل فإن هذا شيء مطلوب لا بأس، هذا شيء طيب ، يعني يُترك المجال للبعيدين عن السنة؟!!! يعني يسرحون ويمرحون ويضرون الناس؟! يعني : أهل السنة كونهم يكونون لهم جماعة مادام البلد فيه جماعات غير سليمة وفيها القريب من الحق والبعيد عنه، وأولئك [يعني: أهل السنة] يريدون أن يكوّنوا جمعية للدعوة إلى الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة هذا أمر مطلوب[৮].

---

8 . المصدر: تسجيل صوتي على الانترنت .

(সারকথা) তিনি উত্তরে বলেন, এমন দেশে যেখানে সুন্নাহ বিরোধী সংগঠন আছে সে সব দেশে যদি আহলুস সুন্নাহগণ এমন সংগঠন তৈরী করতে চান যার দ্বারা তারা কিতাব ও সুন্নাহর একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে চায় তবে এটি খুবই প্রয়োজনীয় কাজ এবং এতে কোন সমস্যা নেই। তিনি আরো বলেন এটি খুবই ভাল কাজ। (সূত্রঃ ইন্টারনেট)
উল্লিখিত বিশ্ববরেণ্য মুহাক্কিক উরামায়ে কেরামের স্পষ্ট ফাতাওয়াই সংহঠনবিরোধীদের দাঁতভাঙ্গা জবাবের জন্য যুতসই বলে মনে করি। এছাড়াও কুরআন সুন্নাহ ও সিরাতে নবী সঃ চোখকান খোলা রেখে অধ্যয়ন করলে যে কোন কমন সেন্সের অধিকারী ব্যক্তি সংগঠনের আবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।
আরবী ইবারতগুলি দিয়েও দিলাম যেন লজ্জা শরম থাকলে এ বিষয়ে আর একটি বাক্যও উচ্চারণ কেউ না করতে পারে। সে যেই হোক না কেন? কমপক্ষে ১২ জন বিশ্ব বিখ্যাত আলেমের ফাতওয়া এই মুহুর্তে উল্লেখ করতে পারি কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে শেষ করতে হচ্ছে । আপনাদের একজন গ্রহণযোগ্য আলেমের ফাতাওয়া পেশ করুন যারা বলেছেন সংগঠন করা যাবে না। দু'একজন নিষেধ বলেছেন তবে খোঁজ নিয়ে দেখুন তারা নিষেধের কথা বলেছেন বিধর্মী ও খ্রিস্টান মিশনারী সংগঠন এর ব্যাপারে। এ ব্যাপারে ওপেন আলোচনা/বাহাস- মুনাজিরা/মুবাহিলা সবটার জন্য জমঈয়তে আহলে হাদীসের আলেমগণ প্রস্তুত রয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। যে কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে।

মুসলিম জাহানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চালচিত্র

প্রফেসর ড.ইফতিখারুল আলম মাসউদ

সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীর মানচিত্রের একটা বিরাট অংশজুড়ে অর্ধশতাধিক মুসলিম রাষ্ট্র শোভা পাচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ৩৫ শতাংশ এলাকাজুড়ে বসবাস করছে প্রায় ২০০ কোটি মুসলমান। এসব মুসলমান মিলে হচ্ছে এক উম্মাহ। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান সভ্যতার বাহ্যিক রুপ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় সৌন্দর্য ও চাকচিক্যমন্ডিত। তবে এই সভ্যতায় নেই মানবতাবোধ, মনুষ্যবোধ, নেই মানসিক প্রশান্তি; বরং আছে অস্বস্তি, অস্থিরতা ও ব্যস্ততা। দেশে দেশে তৈরি হয়েছে সমস্যা, বেড়েছে সংঘাত ও হানাহানি। আর এসব সংঘাত ও অশান্তির কেন্দ্রভূমি হিসেবে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জনপদকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিপুল ধন ও জনসম্পদ এবং নৈতিকতার এক মহান আদর্শ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলো আজ চরম দুর্দশাগ্রস্ত। অমুসলিমদের কাছে তারা নতজানু। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর চরম নিপীড়ন ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার সমগ্র মুসলিম জাহান। তাদের ধর্ম পালনও যেন আজ অবিশ্বাসীদের করুণার ওপর নির্ভরশীল। মুসলিম বিশ্বের রাজনীতি অনৈসলামী লোকদের হাতে বন্দি। মুসলিম বিশ্বের ঐক্য আজ এক অলীক কল্পণা যেন! মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিভেদ এতটাই প্রকট যে, এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের সংঘাত, রক্তপাত ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এমন ভয়াবহ অবস্থায় মুসলমানরা কিভাবে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসায় নিমজ্জিত হতে পারে ভাবতে অবাক লাগে! মুসলিম দেশগুলো আজ অনৈক্য ও হানাহানির সর্বনাশা খেলায় লিপ্ত। আদর্শহীনতা ও অনৈতিকতার চরম বিপর্যয় মুসলমানদের চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তারা এখন নিরুপায় ও অসহায়। এই সুযোগে মুসলিম বিশ্বের জনপদগুলোতে বিধর্মীরা দুর্গম বিভ্রান্তির প্রাচীর নির্মাণ করে চলছে। মুসলমানদের ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলার সর্বব্যাপী প্রচেষ্টা বিদ্যমান। এ জন্য ইসলামবিরোধী তাবৎ শক্তিগুলো একত্রিত হয়েছে। ব্যবহার করেছে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সংস্থাগুলোকেও। এমনকি জাতিসংঘের মতো বিশ্ব সংস্থাকেও মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে এরা। দেশে দেশে জাতিসংঘের নীরবতায় চলছে মুসলিম নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ।

মুসলিম বিশ্বের এই ক্রান্তিকাল তার নেতৃত্বের সংকটকে স্পষ্ট করে তুলেছে। মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের জায়গায় একটা বিরাট শূন্যতা বিরাজ করছে। ফলে অনেক দিন ধরেই মুসলিম বিশ্ব সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অথচ পবিত্র কুরআনুল কারীমে তাদেরকে ‘খাইরু উম্মাতিন’ বা ‘শ্রেষ্ঠ জাতি’ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠ জাতির দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘উখরিজাত লিননাস, তা'মুরুনা বিল মারুফি ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকার’ অর্থাৎ ‘মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি, তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।’ (আলে ইমরান: ১১০)। কিন্তু যে আদর্শ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে সব মুসলমান এক ও অভিন্ন জাতি, সেই আদর্শিক চেতনা আজ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বর্তমান নেই। মূলত: এই মহান দায়িত্ব পালনে মূল ভূমিকাটি রাখতে হবে মুসলিম শাসকদের। কেননা শাসকই হচ্ছেন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা মূল নেতৃত্ব। তাঁকে অবশ্যই মুসলিম জনগণের ভালো-মন্দ বা কল্যাণ-অকল্যাণ নিয়ে ভাবতে হবে। তবে তাঁকে সার্বভৌম কোনো অধিকার দেয়া হয়নি। কেননা

সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ। আর শাসককে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য আজ মুসলিম দেশগুলোর কোথাও এই দৃষ্টিভঙ্গির শাসকের অস্তিত্ব নেই। এই শাসকদের কেউ আজ সমাজতন্ত্রী, কেই পুঁজিবাদী কেউ ধর্মনিরপেক্ষ, কেউ জাতীয়তাবাদী, কেউ একনায়কতন্ত্রী, কেউ রাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত। অধিকাংশ মুসলিম দেশেই এসব শাসকরা শাসনের নামে জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছে জনগণের ওপর। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার আরব দেশগুলোর অধিকাংশে যেমন সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, জর্ডান, মিশর, মরক্কোসহ অনেক দেশেই জনগণের পছন্দমতো শাসক নির্বাচন করা যায়নি। সেখানে কায়েম রয়েছে রাজতান্ত্রিক অথবা একনায়কতন্ত্রী স্বৈর সরকার। তারা শরীআ আইন বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া পন্থায় মুসলিম জনগণকে শাসন করছে। ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, বাংলাদেশসহ কিছু দেশে কায়েম রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ ধরনের সরকার। আবার আলবেনিয়া, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে সমাজতন্ত্রী ধরনের সরকার। এরা সবাই নানা ধরনের ইসলামবিরোধী আইন কানুন চাপিয়ে দিচ্ছে মুসলমান জনগণের ওপর। এমনকি এসব মুসলিম দেশের কোথাও কোথাও ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বদলে শাসকরা অনৈসলামিক ও পাশ্চাত্যমুখী সংস্কৃতি চর্চা করতে জনগণকে বাধ্য করছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক। সাহাবায়ে কিরাম এর মধ্যেও তা ছিল। কিন্তু তা মিটিয়ে ফেলার জন্য আলাপ-আলোচনা করাও কুরআন-সুন্নাহর অন্যতম মূলনীতি। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আজ যেসব বিরাজমান সমস্যা ও মতবিরোধ রয়েছে, তা নিরসনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ পালন করা ছিল একান্ত কর্তব্য। কিন্তু মুসলমান শাসকরা কেউ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করছেন না। তাঁদের মধ্যে চিন্তা, নীতি ও কৌশলের অনৈক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও অর্থনীতি চরম বিপরীতমুখী। ইসলাম পুরোপুরিভাবে অনুসরণ না করার কারণেই মূলত এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। বিদ্যমান বাস্তবতায় মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের কথা বললে সম্ভাব্য দুইটি দেশের নাম সামনে চলে আসে, সৌদি আরব ও তুরস্ক।

কিন্তু এই সংকট উত্তরণে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও পবিত্র ভূমির দেশ সৌদি আরব প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। যদিও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে তাদের দানের হাত সম্প্রসারিত এবং ইউরোপের দেশগুলোতে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তাদের ভূমিকা অবশ্যই প্রংশসিত। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ইস্যুগুলোতে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় রাজনৈতিক মহলে ইমেজ সংকটে পড়েছে। সৌদি বাদশা সালমানের নেতৃত্ব নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কার্যত যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান সৌদি আরব চালাচ্ছেন। বয়সে খুবই তরুণ এই যুবরাজকে নেতৃত্বের জায়গায় আসতে আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। সৌদি আরবকে মুসলিম বিশ্বের আস্থা ধরে রাখতে মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোড়ারো করতে হবে এবং সবাইকে একই কাতারে একীভূত করার জন্য পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিচালনা করতে হবে।

সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই মুহূর্তে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ তুরস্ক। তারা সামরিক জোট ন্যাটোরও সদস্য। কামাল পাশার ধর্মনিরপেক্ষ নীতির কারণে একসময় তুরস্ক সম্পর্কে ইসলামি বিশ্বে একধরনের

নেতিবাচক মনোভাব ছিল। তবে সাম্প্রতিককালে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন সারা বিশ্বে আলোড়িত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোয়ানের আমলে তুরস্কের ভাবমূর্তির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের দায়িত্বকাল মিলিয়ে এরদোয়ান অনেক দিন ধরেই তুরস্কের ক্ষমতায় আছেন। কামালের তৈরি ধর্মহীন তুরস্কে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে কাজ করছেন তিনি। এরদোয়ানের প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে মুসলিম বিশ্বে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তুরস্ক। তাঁর লক্ষ্য আরও বড়। তিনি মুসলিম বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে চান। ইসলামি সহযোগিতা সংস্থাসহ (ওআইসি)সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে এরদোয়ান নিজের যোগ্যতা তুলে ধরছেন। মুসলিম বিশ্বের সাম্প্রতিক কয়েকটি সংকট ও ইস্যুতে মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের মধ্যে এরদোয়ানকেই সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকায় দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ও তৎপরতা মুসলিম বিশ্বের নজর কেড়েছে। ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে সাধারণ মানুষের। রোহিঙ্গা সংকটে এরদোয়ানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে যুক্তরাষ্ট্রের অস্টিন পি স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক তাজ হাশমি বলেন: "এরদোয়ান তুরস্কের হারানো শৌর্যবীর্য ফিরিয়ে আনতে চান। একই সঙ্গে তুরস্ককে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে তিনি হতে চান মুসলিম বিশ্বের প্রধান নেতা।"

জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি মুসলিম বিশ্বকে একটা বড় ধরনের পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এই সংকটের শুরু থেকেই যথারীতি সোচ্চার এরদোয়ান। কাতার সংকটেও একই ভূমিকাই দেখা গেছে তাঁকে। ফলে এরদোয়ানের সামনে সত্যিই এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে মুসলিম বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার।

অপরদিকে মুসলিম জাহানে প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইরানের প্রচেষ্টাও লক্ষ করার মতো। ইরানের সামরিক শক্তির দিকটিও স্বীকৃত। কিন্তু সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনে বিপর্যয়ের জন্য ইরানের আগ্রাসী নীতিই যে দায়ী তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত। তাছাড়া শিয়া রাষ্ট্র হওয়ায় মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের জায়গাটি নিজের করে নিতে পারছে না ইরান।

মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে চলছে দুরবস্থা। সর্বত্র তারা পরাজিত ও অপমানিত। তবু যেন তাদের হুঁশ নেই। এর পেছনে রয়েছে বেশ কিছু কারণ। এর প্রধান কারণগুলো হলো-

১. অযোগ্যতা : শিক্ষার অভাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা তথা গবেষণার প্রতি অবহেলা, প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে থাকা প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই মুসলমানরা আজ অনেক পিছিয়ে। যোগ্য লোক তৈরি না হলে বিশাল উম্মাহর সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

২. বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যদশা : মুসলমান বিদ্বানরা ছিলেন ইউরোপের শিক্ষক। এখন ঠিক বিপরীত অবস্থা। পাশ্চাত্যে ফালতু বইও মিলিয়ন কপি চলে। মুসলিম বিশ্বে সেই অর্থে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে না। অথচ মধ্যযুগে মুসলমানদের লেখা বইয়ের জন্য ইউরোপসহ অন্যরা হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

গত তিনশ' বছর ধরেই মুসলমানরা পেছনের কাতারে।

৩. লেজুড়বৃত্তি : মুসলমানরা আজ ইসলামী আদর্শ থেকে সরে গেছে। যোগ্যতা হারিয়ে তারা পাশ্চাত্যের লেজুড়বৃত্তিতে ব্যস্ত।

৪. নেতৃত্বের সংকট : এটি মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ।

৫. একনায়কতন্ত্র : অধিকাংশ মুসলিম দেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম রয়েছে। বেশির ভাগ সরকারের উপর জনগণের আস্থা নেই ফলে তাদের মাঝে একাত্মতাও নেই। শাসকরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে না।

৬. অমুসলিম চক্রান্ত : অমুসলিম শত্রুতা মুসলিম বিশ্বের জন্য হুমকি। তারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কায়দায় গোয়েন্দা টেকনিক ব্যবহার করছে।

৭. গণমাধ্যমের সংকট : মুসলিম বিশ্বে শক্তিশালী গণমাধ্যম নেই বললেই চলে।

৮. মিশনারিদের অপতৎপরতা।

৯. দারিদ্রতা : ২০০ কোটি মুসলিমদের মধ্যে অন্তত ২৫ থেকে ৩০ কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার মধ্যে বাস করছে।

১০.ধর্মীয় বিরোধ : মুসলিমদের মধ্যে ছোট খাট ধর্মীয় বিরোধ ব্যাপক। যেগুলোর অবসান হওয়া দরকার। আসলে বিরোধগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু এগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের ভেতর অনৈক্য সৃষ্টি করে সিরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া, সোমালিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি মুসলিম দেশে অবর্ণনীয় অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর হতভাগা মুসলমানরা পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র অনুধাবনেই ব্যর্থ।

এ অবস্থা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উত্থান দুনিয়ার বুকে প্রচণ্ড জাগরণ সৃষ্টি করে। এতে মুসলিম জাহানও প্রভাবিত হয়। মুসলমানদের ঈমান-আকিদার মূলে তীব্র আঘাত করে শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব। তাছাড়া ঔপনিবেশিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মুসলিম সমাজ ও ঐতিহ্যকে তছনছ করে দেয়। ইসলামী খিলাফত ধ্বংস করে ফেলা হয়। দুনিয়াব্যাপী মুসলিম নিপীড়ন, আগ্রাসন ও সামগ্রিক অধঃপতন চরম পর্যায়ে ঠেকে। আরো পরে ১৯৬৯ সালে মসজিদুল আকসায় ইহুদি ইসরায়েলের অগ্নিসংযোগের প্রতিক্রিয়া থেকে মুসলিম ঐক্যের মহান লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)। ওআইসি গঠিত হওয়ার পর থেকে এই সংস্থা মুসলিম বিশ্বের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনা করেছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ও চিন্তার সমন্বয়ের অভাবে ওআইসি আজ পর্যন্ত মুসলমানদের কাছে নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর সংস্থায় পরিণত হতে পারেনি। বরং ওআইসির দুর্বলতা ও মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের আদর্শিক শূন্যতাই গোটা বিশ্বের মুসলমানদের এই চরম দুর্দশার জন্য দায়ী। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, ওআইসির সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি গভীর আস্থার অভাব। এই আদর্শিক বন্ধনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারলেই শুধু এই সংস্থা আধুনিক চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বিশ্বজুড়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমস্যা বহুবিধ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আইন ও বিচারে ইনসাফ কায়েম এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে পুরোপুরি ইসলামী অনুশাসন প্রবর্তন এখন জরুরি। মুসলিম বিশ্বের সার্বিক উন্নয়ন ও শক্তি নিশ্চিত করতে হলে ইসলামী বিধানের কোনো বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে গোটা মুসলিম বিশ্ব এক বিরাট উম্মাহয় পরিণত হবে। ফলে একটি যৌথ কৌশলের আওতায় পাশ্চাত্য জগৎসহ অন্যান্য শক্তির যাবতীয় ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

আজ সময় হয়েছে মুসলিম দেশগুলোতে প্রভাব বিস্তারকারী সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের প্রকৃত চেহারা জনতার সামনে উন্মোচিত করার। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে তাদের গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে হবে। ইসলামের প্রদত্ত প্রকৃত স্বাধীনতা, সাম্য ও সার্বভৌমত্বের ধারণার সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করাতে হবে। পাশ্চাত্যের দোসর স্বৈরাচারী শাসকদের চিনতে হবে এবং তাদের শোষণ ও যুলম সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। মনে রাখতে হবে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমের উপর আদৌ বিশ্বাস করা যাবে না। মুসলিমরা আজ ঐক্যবদ্ধ থাকলে ইসরায়েল ফিলিস্তিন দখল করে নিতে পারত না, মিয়ানমারের লাখ লাখ মুসলমানকে জঘন্যভাবে নিহত ও বিতাড়িত করতে পারত না। কাশ্মীর আর ফিলিপাইনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম, থাইল্যান্ডের পাতানি, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে সংখ্যালঘু মুসলমানরা চরম বৈষম্যের শিকার হতো না।

(ইমেইলঃ iftikhararabic09@gmail.com)

ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল মাতীন

সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও সাবেক পরিচালক, শুব্বান বিভাগ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

ইসলামি সংগঠনে কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংগঠনের ভিত্তি মযবুতকরণে ও দাওয়াতি কার্যক্রম ফলপ্রসু করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। কারণ বর্তমান সময়ে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে ইসলামি সংগঠনের কর্মীদের মধ্যকার সম্ভাবের সংকট লক্ষ করা যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন, "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সঙ্গী সাথীরা কাফেরদের বেলায় অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে রহমদিল।" বস্তুত মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে তা আল্লহর এই অমোঘ ঘোষণাই যথেষ্ট। আর এর ফলেই বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) একটি পরিশীলিত, পরিমার্জিত, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও পরবর্তী ১৩০০ বছর বিশ্বকে নেতৃত্বদানকারী এক বিশ্বজয়ী জাতি উপহার দিতে পেরেছিলেন। আজকের এই লেখায় আমরা ইসলামি সংগঠনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে তা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করব।

১. ভ্রাতৃত্ববোধঃ ইসলামি সংগঠনের এক রুহানী শক্তি

বিশ্ব শান্তির মহানায়ক মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের পূর্বে মানবগোষ্ঠি বিভিন্ন দল, গোত্র, খান্দানে শতধাবিভক্ত ছিল। যারা ছিল পরস্পরে রক্ত পিপাসু, ইজ্জতের দুশমন, নারীর সতিত্বের জম, অন্যের মাল সম্পদের ভক্ষক। যে সময় তারা ছিল অসভ্য, বর্বর, ও জাহিলিয়াতের অমানিশায় হাবুডুবু খাচ্ছিল, সেসময় ইসলামের আদর্শিক বৈপ্লবিক আহ্বানে তারা পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের সূদৃঢ় নজির বিহীন বন্ধনে আবদ্ধ হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো সীসা ঢালা ঐক্যের এক মযবুত প্রাচীর। আর এই ঐক্যের ফলেই এক অপ্রতিরোধ্য নতুন শাক্তির উদ্ভাবন হলো, রচিত হলো ইতিহাসের এক সোনালী সভ্যতা এবং শ্রেষ্টতম সংস্কৃতি; যার মূল ভিত্তি হলো সব ধরনের স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। এ এক রুহানি শক্তি। আল কুরআনুল কারীম ইসলামী সংগঠনের এই রুহানী শক্তি (ভ্রাতৃত্ব বোধ) কে মহান প্রভুর নিয়ামাত আখ্যা দিয়ে তার নিজস্ব অনুপম ভংগীতে উপস্থাপন করেছে।

পারস্পারিক সম্পর্কের গুরুত্বঃ

ইসলাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। ইসলামই দিয়েছে স্বর্গীয় শান্তি, ইসলাম দিতে পারে অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি, রক্তাক্ত জনপদকে মুক্তি। ঐশি বাণীই অশান্তির দাবানলে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে তাওহীদের বুনিয়াদে ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে একত্রিত করতে পেরেছিলো। দুনিয়ায় ইসলাম একটি বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এসেছিল। সেই লক্ষেই যুগে যুগে সমস্ত নবী-রাসুলগণ এ দীন কে প্রতিষ্ঠার জন্য এক দল আদর্শ মানুষ বা কর্মী বাহিনী তৈরি করেছিলেন। নেতা, নেতৃত্ব এবং কর্মী বাহিনীর সমষ্টির বাহিঃপ্রকাশ হলো সংগঠন। ইসলামী আন্দোলন বা সংগঠনের প্রতিটি কর্মীই ভালোবাসা আর ভ্রাতৃত্বের অকৃত্রিম চাদরে নিজেকে আবৃত্ত রাখতে পারলেই তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে মানযিলে মাকসুদে পৌঁছাতে পারবে।

ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের জন্য বর্জনীয় ত্রুটি বা বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

১. অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা ২. রিয়া ও প্রদর্শনেচ্ছা ৩. হিংসা-বিদ্বেষ ৪. আত্মপূজা ও স্বার্থপরতা ৫. পদের প্রতি লোভ ৬. ক্রোধান্বিত হওয়া ৭. মতামতের কুরবানী করতে না পারা

যে ত্রুটি সমূহ ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের পরস্পরিক সম্পর্ককে টুকরো টুকরো করে ফেলে তা নিম্নরূপঃ

১. কু-ধারণা ২. গিবত ৩. চোগলখুরি বা কূটনামি ৪. কানাকানি ও ফিসফিসানি ৫. মেজাজের ভারসাম্যহীনতা ৬. একগুঁয়েমি ৭. স্বেচ্ছাচারিতা ও চরমপন্থী মনোভাব ৮. হতাশা ৯. দুর্বল সঙ্কল্প ১০. হেয় প্রতিপন্ন বা তুচ্ছতাচ্ছিল করা ১১. অপমান করা।

২. কল্যাণ কামনা

হাদীস শরীফে কল্যাণ কামনার জন্যে 'নছিহত' (النصيحة) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থপূর্ণ। এ কারণে নবী কারীম (সাঃ) এ পর্যন্ত বলেছেন (الدين النصيحة ثلاثا) 'দ্বীন হচ্ছে নিছক কল্যাণ কামনা'। (এ বাক্যটি তিনি এক সঙ্গে তিনবার উচ্চারণ করেছেন) সহিহ মুসলিম। এরপর অধিকতর ব্যাখ্যা হিসেবে যাদের প্রতি কল্যাণ কামনা করা উচিত, তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে সাধারণ মুসলমানদের কথাও উল্লেখ রয়েছে। এভাবে একবার মহানবী (সাঃ) তাঁর কতিপয় সাহাবীদের কাছ থেকে সাধারণ মুসলমানদের জন্যে কল্যাণ কামনার (নছিহত) বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ কল্যাণ কামনার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, মানুষ তাঁর নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে, তার ভাইয়ের জন্যেও ঠিক তা পছন্দ করবে। কারণ মানুষ কখনো আপন অকল্যাণ কামনা করতে পারে না। বরং নিজের জন্যে সে যতটুকু সম্ভব ফায়দা, কল্যাণ ও মঙ্গল বিধানেই সচেষ্ট থাকে। নিজের অধিকারের বেলায় সে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করতে পারে না, নিজের ফায়দার জন্যে সময় ও অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করে না, নিজের অনিষ্টের কথা সে শুনতে পারে না, নিজের বে-ইজ্জতি কখনো বরদাশ্‌ত করতে পারে না বরং নিজের জন্যে সে সর্বাধিক পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পেতে আগ্রহী। অতঃএব কল্যাণ কামনার মানে হচ্ছে এই যে, মানব চরিত্রে উল্লিখিত গুণসমূহ পয়দা হতে হবে এবং সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে, তার ভাইয়ের জন্যেও ঠিক তাই পছন্দ করবে। মু'মিনের এ চারিত্রিক বৈশিষ্টকেই রাসূলে কারীম (সাঃ) ঈমানের এক আবশ্যিক শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন: 'যে মহান সত্তার হাতে আমার জান নিবদ্ধ তার কসম! কোন বান্দাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে তার ভাইয়ের জন্যেও তাই পছন্দ করবে।'[৯]

৩. আত্মত্যাগ (إيثار)

একজন মুসলমান যখন তার ভাইয়ের জন্যে শুধু নিজের মতোই পছন্দ করে না বরং তাকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, তখন তার এ গুণটিকেই বলা হয় **إيثار** বা আত্মত্যাগ। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় মৌলিক গুণ। إيثار শব্দটি أثر থেকে নির্গত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে পা ফেলা বা অগ্রাধিকার দেয়া। অর্থাৎ মুসলমান তার ভাইয়ের কল্যাণ ও মঙ্গল

---

[৯] والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه বুখারী ও মুসলিম।

চিন্তাকে নিজের কল্যাণ ও মঙ্গলের উপর অগ্রাধিকার দেবে। নিজের প্রয়োজনকে মূলতবী রেখে অন্যের প্রয়োজন মেটাবে। নিজে কষ্ট স্বীকার করে অন্যকে আরাম দেবে। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অন্যের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। নিজের জন্যে দরকার হলে স্বভাব-প্রকৃতির প্রতিকূল জিনিস মেনে নেবে, কিন্তু স্বীয় ভাইয়ের দিলকে যথাসম্ভব অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করবে।

এ আত্মত্যাগেরই উচ্চতর পর্যায় হচ্ছে, নিজে অভাব-অনটন ও দূরাবস্থার মধ্যে থেকে আপন ভাইয়ের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের চাইতে অগ্রাধিকার দেয়া। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গী-সাথীদের জীবন এ ধরণেরই ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। আল কুরআনেও তাদের এ গুণটির প্রশংসা করা হয়েছেঃ 'এবং তারা নিজের উপর অন্যদের (প্রয়োজনকে) অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা রয়েছে অনটনের মধ্যে।'[১০]

এই ঘটনাটিকে আমরা প্রায়ই উদাহরণ হিসেবে পেশ করে থাকি। ঘটনাটি হচ্ছে এক জিহাদের, যাকে আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা বলা যায়। "যুদ্ধের ময়দানে একজন আহত লোকের কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হলো। ঠিক সে মুহূর্তে নিকট থেকে অপর একজন লোকের আর্তনাদ শোনা গেল। প্রথম লোকটি বললোঃ ঐ লোকটির কাছে আগে নিয়ে যাও। দ্বিতীয় লোকটির কাছে গিয়ে পৌঁছলে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো এবং সে মুমূর্ষাবস্থায়ও লোকটি নিজের সঙ্গীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিলো। এভাবে ষষ্ঠ ব্যক্তি পর্যন্ত একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটলো এবং প্রত্যেকেই নিজের ওপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে লাগলো। কিন্তু ষষ্ঠ ব্যক্তির কাছে গিয়ে দেখা গেল, তার জীবন প্রদীপ ইতিমধ্যে নিভে গেছে। এভাবে প্রথম লোকটির কাছে ফিরে আসতে আসতে একে একে সবারই জীবনাবসান হলো।"

সুতরাং ইসলামি সংগঠনের কর্মীদের মাঝেও এমন আত্মত্যাগ থাকা চাই।

৪. আদল বা সুবিচার

আদল ও ইনসাফ একজন ব্যক্তিকে সকলের নিকটে গ্রহনযোগ্য করে তোলে। সকলের প্রিয় পাত্র হবার জন্য আদল বা সুবিচারের বিকল্প নেই। একজন মু'মিন যদি এই চরিত্র লালন করে, তাহলে শুধু সম্পর্কচ্ছেদের কোন কারণই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না তাই নয়, বরং সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর হয়েও উঠবে। আল্লাহ তায়ালা, 'আল্লাহ তায়ালা আদল ও ইহসানের উপর অবিচল থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন।[১১]' এখানে 'আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন' -এ বাচন-ভঙ্গিটি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। আদল সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে দুটো মৌলিক সত্য নিহিত রয়েছে। প্রথমতঃ লোকদের অধিকারের বেলায় সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকের দাবী এই যে, প্রতিটি লোকের নৈতিক, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত প্রাপ্য অধিকারকে পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে আদায় করতে হবে। অর্থাৎ একজন মুসলমান তার ভাইয়ের সকল শরীয়ত সম্মত প্রাপ্যধিকার আদায় করবে, শরীয়াতের ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করবে, শরীয়াতের নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করবে।

---

[১০] ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة (সূরা হাশর, ৫৯/৯)

[১১] ان الله يأمر بالعدل والاحسان (সূরা নাহল, ১৬/৯)

৫. ইহ্‌সান (সদাচরণ)

পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইহ্‌সানের গুরুত্ব আদলের চাইতেও বেশী। আদলকে যদি সম্পর্কের ভিত্তি বলা যায় তবে ইহ্‌সান হচ্ছে তার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা। আদল যদি সম্পর্ককে অপ্রীতি ও তিক্ততা থেকে রক্ষা করে তবে ইহ্‌সান তাতে মাধুর্য ও সম্প্রীতির সৃষ্টি করে। বস্তুত প্রত্যেক পক্ষই কেবল সম্পর্কের নুন্যতম মানটুকু পরিমাপ করে দেখতে থাকবে আর প্রাপ্যধিকারে এতটুকু কম ও অন্যের দেয়া অধিকারে এতটুকু বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। এমন সাধাসিধা সম্পর্কের ফলে সংঘর্ষ হয়তো বাঁধবে না; কিন্তু ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, নৈতিকতা ও শুভকাঙ্খার যে, নিয়ামতগুলো জীবনে আনন্দ ও মাধুর্যের সৃষ্টি করে, তা থেকে সে বঞ্চিত হবে। কারণ এ নিয়ামতগুলো অর্জিত হয় ইহ্‌সান তথা সদাচরণ, অকৃপণ ব্যবহার, সহানুভূতিশীলতা, শুভাকাঙ্খা, খোশমেজাজ, মাশীলতা, পারস্পারিক শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, অন্যকে অধিকারের চাইতে বেশী দেয়া এবং নিজে অধিকারের চাইতে কম নিয়ে তুষ্ট থাকা ইত্যাকার গুণরাজি থেকে। এই ইহ্‌সানের ধারণাও নয়টি বিষয় সমন্বিত হাদীসে তিনটি বিষয়কে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট করে তোলে, 'যে ব্যক্তি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, আমি তার সঙ্গে যুক্ত হবো; যে আমাকে (অধিকার থেকে) বঞ্চিত করবে, আমি তাকে (তার অধিকার) বুঝিয়ে দেবো এবং যে আমার ওপর জুলুম করবে আমি তাকে মার্জনা করে দেবো।'[১২] অর্থাৎ চরিত্রের এ গুণটি দাবী করে যে, মানুষ শুধু তার ভাইয়ের ন্যায় ও পূণ্যের বদলা অধিকতর ন্যায় ও পূণ্যের দ্বারাই দেবে তাই নয়, বরং সে অন্যায় করলেও তার জবাব ন্যায়ের দ্বারাই দিবে। 'তারা অন্যায় ও পাপকে ন্যায় ও পূণ্যের দ্বারা নিরসন করে থাকে।'[১৩]

৬. রহমত

রহমত শব্দটি খোদ আল্লাহ তায়ালাই মুসলমানদের পারস্পারিক সম্পর্কের চিত্র আঁকবার জন্যে এ শব্দটি বেছে নিয়েছেন। এটা তার অর্থের ব্যাপকতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে: "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ কাফেরদেও প্রতি কঠোর এবং তাদের মধ্যে পরস্পরে রহমশীল।"[১৪] এ গুণটিকে সহজভাবে বুঝবার জন্যে আমরা একে হৃদয়ের নম্রতা ও কোমলতা বলে উল্লেখ করতে পারি। এর ফলে ব্যক্তির আচরণে তার ভাইয়ের জন্যে গভীর ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতি, দয়া-দরদ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। তার দ্বারা তার ভাইয়ের মনে অনু পরিমাণ কষ্ট বা আঘাত লাগবার কল্পনাও তার পক্ষে বেদনাদায়ক ব্যাপার। এ রহমতের গুণ ব্যক্তিকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং সাধারণ লোকদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে। রাসূলের (সঃ) প্রধান গুণরাজির মধ্যে এটিকে কুরআন একটি অন্যতম গুণ বলে উল্লেখ করেছে এবং দাওয়াত ও সংগঠনের ব্যাপার এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। "নিঃসন্দেহে তোমাদের ভেতর থেকেই নবী এসেছেন। তোমরা কোন কষ্ট পেলে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তোমাদের কল্যাণের জন্যে তিনি সর্বদা উদগ্রীব এবং মু'মিনের প্রতি অতীব দয়াশীল ও মেহেরবান।"[১৫] সূরা আলে ইমরানে বলা

---

[১২] ان اصل من قطعنى واعطى من حرمنى واعفو عمَّن ظلمنى (সূরা-রা'দ, ১৩/২২)

[১৩] ويدرون بالحسنة السيّئة (সূরা কাসাস, ২৮/৫৪)

[১৪] محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم (সূরা ফাতহ, ৪৮/২৯)

[১৫] لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم ما عنتُّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رَّحيم (সূরা তাওবা, ৯/১২৮)

হয়েছে যে, আপনার হৃদয় যদি কোমল না হতো তাহলে লোকেরা কখনো আপনার কাছে ঘেঁষতো না। আর দিলের এ কোমলতা আল্লাহ তায়ালারই রহমত। "আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্যে নরম দিল ও সহৃদয়বান হয়েছেন। যদি বদমেজাজী ও কঠিন হৃদয়ের হতেন তাহলে লোকেরা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো।"[১৬]

৭. মার্জনা (عفوٌّ)

মার্জনা অর্থ মাফ করে দেয়া। অবশ্য এ অর্থের ভেতর থেকে পৃথক পৃথকভাবে অনেক বিষয় শামিল হয়ে থাকে। যেমন-ক্রোধ-দমন, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি। কিন্তু এ গুণটির সাথে ওগুলোর যেহেতু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তাই ওগুলোকেও আমরা এরই অন্তর্ভূক্ত করে নিচ্ছি। যখন দু'জন লোকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন প্রত্যেকের দ্বারা স্বভাবতঃই এমন কিছু না কিছু ব্যাপার ঘটে যা অন্যের পক্ষে অপ্রীতিকর, তিক্ত, কষ্টদায়ক ও দুঃখজনক। এর কোনোটা তার মনে ক্রোধের সঞ্চার করে, আবার কোনোটা তাকে আইনসঙ্গত প্রতিশোধেরও অধিকার দেয়। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে, ভালোবাসাই বিজয়ী হোক, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা থেকে তারা বিরত থাকুক এবং তারা মার্জনা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অনুসরণ করুক-একটি প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক তার স্থিতিশীলতার জন্যে এটাই দাবী করে। এটা ছিলো রাসূলে কারীম (সঃ)-এর বিশেষ চরিত্রগুণ। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বহু জায়গায় নছিহত করেছেন: "নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করো।"[১৭] "তুমি তাদের মাফ করে দাও, তাদের জন্যে মাগফেরাত কামনা করো।"[১৮] মুসলমানদের তাকওয়ার গুণাবলী শিখাতে গিয়ে এও বলা হয়েছে: "যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে।"[১৯] একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে নছিহত করতে গিয়ে অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি বলেন: "কোন বান্দাহর ওপর জুলুম করা হলে সে যদি শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই নীরব থাকে তবে আল্লাহ্ তার বিরাট সাহায্য করেন।"[২০] সবরের পরবর্তী জিনিস হচ্ছে-বদলা ও প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপন ভাইকে হৃষ্টচিত্তে ক্ষমা করে দেয়া। যারা দুনিয়ার জীবনে ক্ষমা করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ ক্রটি ক্ষমা করে দিবেন। "তাদের ক্ষমা ও মার্জনার নীতি গ্রহণ করা উচিত। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন? বস্তুত আল্লাহ মার্জনাকারী ও দয়া প্রদর্শনকারী।"[২১]

৮. মূল্যোপলব্ধি

প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে পারদর্শী। আমরা সবাই সব বিষয়ে সমান দক্ষ নই। এই মহসত্যকে স্বীকার না করলে সংগঠনে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অন্যকে মূল্যায়ন করার মানসিকতা না থাকলে নিজে মূল্যায়িত হওয়া সম্ভব

---

[১৬] فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضُّيوا حولك (সূরা আলে ইমরান, ৩/১৫৯)

[১৭] خذ العفو (সূরা আ'রাফ, ৭/১৯৯)

[১৮] فاعف عنهم واستغفرلهم (সূরা আলে ইমরান, ৩/১৫৯)

[১৯] والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس (সূরা আলে ইমরান, ৩/১৩)

[২০] عبدا ظلم بظلمة فيغضى عنها لله عز وجل الا امر الله بنصره বায়হাকী- আবু হুরায়রা রাঃ।

[২১] وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفرالله لكم والله غفور رَّحيم (সূরা আন্ নূর-২৪/২২)

নয়। সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের যে বিশৃঙ্খলা তার জন্য অন্যকে মূল্যায়ন না করাই অনেকাংশে দায়ী। একটি আদর্শ সংগঠনের কর্মীদের এটা আবশ্যকীয় গুণ যে, তারা একে অপরকে যথাযথ মূল্যায়ন করবে।

শুব্বানের সাংগঠনিক বিস্তৃতি, জাতীয় পর্যায়ে অবদান, শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জাহিলিয়াতের যে সর্বনাশা অক্টোপাস আমাদের ঘিরে ধরেছে তা থেকে মুক্তির জন্য একদল নিষ্ঠাবান, ত্যাগী, যোগ্য, দক্ষ, মেধাবী সর্বোপরি, উম্মাহর সিংহশার্দূলরুপে আবির্ভূত হবার জন্য আমাদের সকল প্রস্তুতি এখনই শেষ করা দরকার। সংগঠনের মযবুতি ও আদর্শের দ্যুতি ছড়িয়ে দিতে কর্মীদের মাঝে উল্লিখিত গুনাবলীর সমাহার অতীব প্রয়োজনীয়।

ইসলাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। ইসলামই দিয়েছে স্বর্গীয় শান্তি, ইসলাম দিতে পারে অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি, রক্তাক্ত জনপদকে মুক্তি। ঐশি বাণীই অশান্তির দাবানলে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে তাওহীদের বুনিয়াদে ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে একত্রিত করতে পেরেছিলো। দুনিয়ায় ইসলাম একটি বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এসেছিল। সেই লক্ষেই যুগে যুগে সমস্ত নবী-রাসুলগণ এ দীন কে প্রতিষ্ঠার জন্য এক দল আদর্শ মানুষ বা কর্মী বাহিনী তৈরি করেছিলেন। নেতা, নেতৃত্ব এবং কর্মী বাহিনীর সমষ্টির বাহিঃপ্রকাশ হলো সংগঠন। ইসলামী আন্দোলন বা সংগঠনের প্রতিটি কর্মীই ভালোবাসা আর ভ্রাতৃত্বের অকৃত্রিম চাদরে নিজেকে আবৃত্ত রাখতে পারলেই তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে মানযিলে মাকসুদে পৌঁছাতে পারবে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও
কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

দাওয়াতে দ্বীনের অর্থ

দাওয়াত অর্থ– ডাকা বা আহবান করা। তবে আল কুরআনে দ্বীন শব্দের অনেকগুলো অর্থ এসেছে। যেমন:

১. কখনো দ্বীন শব্দের অর্থ বিচার, প্রতিদান বা প্রতিফল অর্থে এসেছে। যেমন: 'আল্লাহ বিচার দিনের মালিক।'[২২] 'কখনো নয়, বরং তোমরা প্রতিদান বা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করছ।'

২. আবার কোথাও দ্বীন শব্দ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ অর্থে এসেছে: 'এসব লোকেরা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোন পন্থা তালাশ করছে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তারই কাছে আত্মসমর্পণ করছে। আর সকলকে তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত করা হবে।'[২৩] অন্য আয়াতে এসেছে– 'এবং যারা আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু তালাশ করে তা কখনোই কবুল করা হবে না।'[২৪] আবার অন্যত্র এসেছে–'হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদের সাথে এমনভাবে যুদ্ধ করো যেন সমস্ত বিশৃঙ্খলা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য পুরোপুরি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তারপর যদি তারা ফিতনা থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহই তাদের আমল দেখবেন।'[২৫]

৩. কোথাও আবার দ্বীন শব্দ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা অর্থে এসেছে: 'এবং ফেরআউন বলল, আমাকে ছাড়, আমি মুসাকে হত্যা করব এবং সে তার রবকে ডাকুক। আমি আশঙ্কা করছি সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করবে কিংবা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে।'[২৬]

সুতরাং দাওয়াতে দ্বীন বলতে বুঝায়, মানুষকে মহান আল্লাহর বন্দেগী, দাসত্ব ও গোলামী, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ, ইসলামকে একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ, ইসলামী আইন, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং পরকালের ভয় ও জবাবদিহীতার দিকে আহবান করা।

দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্ব

১. এ কাজের নির্দেশ স্বয়ং মহান আল্লাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন- 'ডাক তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রজ্ঞা ও অতি উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং লোকদের সাথে বিতর্ক আলোচনা কর উত্তম পদ্ধতিতে।'[২৭]

---

22 . مالك يوم الدين (সূরা ফাতিহা, ১/8)

২৩ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ (সূরা আলে ইমরান, ৩/১৯)

২৪ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (সূরা আলে ইমরান, ৩/৮৫)

২৫ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (সূরা আনফাল, ৮/৩৯)

২৬ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (সূরা মুমিন, ৪০/২৬)

২. মুসলমানদের একটি দল থাকতেই হবে, যারা দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে আর এরাই কল্যাণ লাভ করবে।'[২৮]

৩. দাওয়াতে দ্বীনের কাজ আল্লাহ তায়ালার কাছে খুবই পছন্দনীয়, এই জন্য তিনি বলেন, 'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে, নিজে নেক আমল করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী।'[২৯]

৪. রাসূল সা. প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য দাওয়াতে দ্বীন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি স্বাক্ষী স্বরূপ, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার প্রতি আহবানকারী ও উজ্জল প্রদীপ হিসেবে।'[৩০]

৫. প্রত্যেক নবী রাসূল দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এবং আমি প্রত্যেক জাতীর কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি, (তারা এই বলে মানুষকে আহ্বান করেছে যে) তোমরা একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে এবং তাগুত তথা খোদাদ্রোহী শক্তিকে পরিত্যাগ করবে।'[৩১]

৬. রাসূল সা. এ কাজ করার জন্য কঠোর তাগিদ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন- 'আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত (বিষয়) জানলেও তোমরা তা অপরের নিকট পৌঁছে দাও।'[৩২]

নবী-রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) দাওয়াত

১. হযরত নূহ আ. এর দাওয়াত

নূহ আ. দীর্ঘ সাড়ে নয়শ বছর দাওয়াতি কাজ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন, হে জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। কেননা তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি বড় আযাবের ভয় পোষণ করি।'[৩৩]

---

[২৭] ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (সূরা নাহল, ১৬/১২৫)

[২৮] وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (সূরা আলে ইমরান, ৩/১০৪)

[২৯] وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (সূরা হা মীম সাজদাহ, ৪১/৩৩)

[৩০] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (সূরা আহযাব, ৩৩/৪৫-৪৬)

[৩১] وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (সূরা নাহল, ১৬/৩৬)

[৩২] সহিহ বুখারী।

[৩৩] لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (সূরা আরাফ, ৭/ ৫৯)

২. হযরত হুদ আ. এর দাওয়াত

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘এবং আদ জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই হুদ কে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। এর পরেও কি তোমরা ভয় করে চলবে না?’[৩৪]

৩..হযরত সালেহ আ. এর দাওয়াত

সামুদ জাতির কাছে আল্লাহ তায়ালা সালেহ আ. কে প্রেরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এবং সামুদ জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহ কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।’[৩৫]

৪..হযরত লুত আ. এর দাওয়াত

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘এবং লুত যখন নিজ জাতির লোকদের বললেন, তোমরা এমন সব নির্লজ্জ কাজ করছো যে, তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউ এ কাজ করেনি। তোমরা নারীদের কে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কামনা বাসনা চরিতার্থ করতেছ; বরং তোমরা সীমালজ্ঘনকারী একটি জাতি।’[৩৬]

৫. হযরত শোয়াইব আ. এর দাওয়াত

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর মাদায়েনবাসীর প্রতি আমরা তাদের ভাই শোয়াইব কে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে জাতির লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল এসে গেছে। অতএব ওযন ও পরিমাপ পূর্ণ মাত্রায় কর, লোকদের তাদের দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্থ করে দিওনা এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, যখন তা সংশোধন ও সংস্কার হয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।’[৩৭]

৬.হযরত ইউসুফ আ. এর দাওয়াত

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘হে কারা বন্ধুগণ! বিভিন্ন রব কি উত্তম না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরাতো আল্লাহকে ছেড়ে অবাস্তব নামের পূজা করেছো, যাদেরকে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা সাব্যস্ত করে নিয়েছে, আল্লাহ তো সেগুলি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাঠান নাই। নিশ্চয়ই হুকুম দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর,

---

[৩৪] وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ (সূরা আরাফ, ৭/৬৫)

[৩৫] وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (সূরা আরাফ, ৭/৭৩)

[৩৬] وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ (সূরা আরাফ, ৭/৮০)

[৩৭] وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (সূরা আরাফ, ৭/৮৫)

তোমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, একনিষ্টভাবে কেবল তারই ইবাদত করবে। এটিই হচ্ছে তোমাদের জন্য স্থায়ী বিধান।'[৩৮]

৭. হযরত ইব্রাহীম আ. এর দাওয়াত

মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম আ. এর দাওয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'স্মরণ কর, ইব্রাহিমের ঘটনা, যখন তিনি তার পিতা আজরকে বলেছিলেন, তুমিতো মূর্তিগুলোকেই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছ। আমিতো তোমাকে এবং তোমার জাতিকে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি।'[৩৯]

৮. হযরত মুসা আ. এর দাওয়াত

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'স্মরণ করো, যখন আমরা বনি ইসরাইলদের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকীনের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। মানুষের সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বার্তা বলবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তোমরা সকলেই এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ এবং শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থায় রয়ে গেছ।'[৪০]

৯. হযরত ঈসা আ. এর দাওয়াত

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এবং মসীহতো বলেছিল, হে বনী ইসরাইলের লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। বস্তুতঃ যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করেছে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম। এই যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।'[৪১]

নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য

১. সকল দাওয়াতের মূল কথা এক ও অভিন্ন।

২. সকল নবীই মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ কে গুরুত্ব দিয়েছেন।

৩. সকলেই সমকালীন সমস্যার প্রতি নজর দিয়েছেন।

৪. প্রতিষ্ঠিত আল্লাহদ্রোহী শক্তির সাথে সংঘর্ষ হয়েছে ও তাদের পতন হয়েছে।

৫. প্রায় সকল নবীই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

---

৩৮ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ, مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (সূরা ইউসুফ, ১২/৩৯-৪০)

৩৯ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ (সূরা আন'আম, ৬/৭৪)

৪০ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ (সূরা আল বাকারা, ২/৮৩)

৪১ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (সূরা আল মায়েদা, ৫/৭২)

দাওয়াতে দ্বীনের শর্তাবলী

১. প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা, কারণ ঈমানের পূর্বেই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে 'পড়ুন' বলে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'পড়, তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'[৪২]

২. নিজের জীবনকে শাহাদাতে হকের উপযোগী করে গড়ে তোলা, বিশেষ করে–

ক. পরিবার ও সমাজে
খ. পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে
গ. আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনে
ঘ. ওয়াদা রক্ষায়
ঙ. বিশেষ মুহুর্তে

৩. পক্ষপাতদুষ্টের অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

জীবনে সত্যের সাক্ষ্য হওয়া খুবই প্রয়াজন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের ধারক হও ও আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হও। এই সাক্ষী যদি তোমাদের নিজের, তোমাতের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষেও হয়। আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর এই অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তার দিকেই বেশী লক্ষ রাখবে। নিজের নফসের অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার থেকে বিরত থেকো না। তোমরা যদি মন রাখা কথা বল কিংবা সত্যবাদিতা হতে দূরে সরে থাক তবে জেনে রাখ তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সব কিছুর খবর রাখেন।'[৪৩] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর জন্য সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদের কে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে, তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর। বস্তুত এ কাজ তাকওয়ার খুবই নিকটবর্তী। আল্লাহ কে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবর রাখেন।'[৪৪]

৪. কারো কটু কথায় বা কুৎসা রটনায় উত্তেজিত না হয়ে ধৈর্যধারণ করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করো এবং ভদ্রভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।'[৪৫]

৫. পরিপূর্ণ দ্বীনের দাওয়াত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, লোকদের পর্যন্ত পৌঁছে দাও, আর যদি এ কাজ না করো, তাহলে তুমি তা পৌঁছে দেওয়ার হক আদায় করলে না।'[৪৬] অন্যত্র

---

৪২ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (সূরা আল আলাক, ৯৬/০১)

৪৩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (সূরা নিসা, ৪/১৩৫)

৪৪ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (সূরা মায়েদা, ৫/৮)

৪৫ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (সূরা মুজ্জাম্মিল, ৭৩/১০)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এ জন্য তুমি এখন সেই দিনের দিকে দাওয়াত দাও, যেমন দাওয়াত দেওয়ার জন্য তোমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে। এই লোকদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করো না।'[৪৭]

দাওয়াতদানকারীর করণীয়

১. মূল কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরা;

২. অবস্থা বুঝে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা;

৩. দাওয়াত হবে অকাট্য দলিল ও প্রমাণ সমৃদ্ধ;

৪. বক্তব্য হবে শালীন, মার্জিত ও পাক পবিত্র। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর ভাল ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। তুমি অন্যায় ও মন্দকে দূর কর সেই ভাল দ্বারা যা অতীব উত্তম। তাহলে তুমি দেখতে পাবে তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে প্রাণের বন্ধু হয়েছে।'[৪৮]

৫. সহজবোধ্য দিক তুলে ধরা;

৪. প্রতিবাদমূলক যুক্তি-পদ্ধতি পরিহার করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর তারা যদি তোমার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তুমি বলে দাও, তোমরা যা কিছু করছ, তা আল্লাহ ভাল করেই জানেন।'[৪৯]

৫. কথায় সতর্কতা অবলম্বন করা, যাতে পাল্টা আক্রমণের সুযোগ না পায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এবং লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করে তাদেরকে তোমরা গালাগালি করো না। এমন যেন না হয় যে, এরা শিরকের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গিয়ে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকেই গালাগালি করতে শুরু করবে, এ ভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের কার্যকলাপকে সুশোভিত করে রেখেছি। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তাদের কে ফিরে যেতে হবে তখন তিনি তাদেরকে সবকিছু জানিয়ে দিবেন তারা যা করত।'[৫০]

দাওয়াত দানকারীর যা লক্ষণীয়

১. সম্মানিত বা বিশেষ পদ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে দাওয়াত;

---

[৪৬] يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (সূরা মায়েদা, ৫/৬৭)

[৪৭] فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (সূরা আস-শুরা, ৪২/১৫)

[৪৮] وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (সূরা হা মীম সাজদাহ, ৪১/ ৩৪)

[৪৯] وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (সূরা হাজ্জ, ২২/৬৮)

[৫০] وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (সূরা আনআম, ৬/১০৮)

ফেরাউনের প্রতি দাওয়াতের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মুসা আ. কে বলেন, ‘তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও, কেননা সে সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে গেছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভয় পেয়ে যাবে।’[৫১]

২. মন মেজাজ লক্ষ করে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩. প্রতিবাদী পরিবেশ নয়; বরং অনুকুল পরিবেশে দাওয়াত দান। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তুমি যখন দেখবে যে লোকেরা আমার আয়াত সমূহের দোষ সন্ধান করছে তখন তাদের নিকট হতে সরে যাও, যতক্ষন না তারা এ প্রসঙ্গের কথা-বার্তা বন্ধ করে অপর কোন কাজে মগ্ন হয়।’[৫২]

৪. অন্যমনস্ক ব্যক্তির কাছে দাওয়াত না দেওয়া;

৫. যুক্তি প্রমাণ পেশ করার সময় ব্যক্তির যোগ্যতার দিকে খেয়াল রাখা।

৮. দাওয়াতে দ্বীনের পদ্ধতি

১. জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে দাওয়াতের পদ্ধতি উন্নত করা। কারণ আল কুরআনের প্রথম প্রত্যাদেশই ছিল ‘পড়, তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।’[৫৩]

২. নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করা।

ক. সাধারণ দাওয়াত

খ. চিঠি-পত্রের মাধমে দাওয়াত

গ. বই পড়ানোর মাধ্যমে দাওয়াত

ঘ. সমস্যার সমাধান দেখিয়ে দাওয়াত

ঙ. মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াত (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট)

চ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাওয়াত; ফেইসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদি।

৩. সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে দাওয়াত;

৪. জনগণের ভাষায় দাওয়াত দান করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘এবং আমরা যখন যেখানেই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, তিনি তার জাতির জনগণের ভাষায় সেই পয়গাম পৌঁছিয়েছেন, যেন তিনি তাদেরকে খুব ভালভাবেই কথা প্রকাশ করে বলতে পারেন, অতঃপর আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করেন আর যাকে চান হেদায়েত দান করেন, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও কৌশলী।’[৫৪]

---

[৫১] اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (সূরা ত্বাহা, ২০/৪৩-৪৪)

[৫২] وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (সূরা আনআম, ৬/৬৮)

[৫৩] اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ;عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (সূরা আলাক, ৯৬/৩-৫)

[৫৪] وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (সূরা ইব্রাহিম, ১৪/ ৪)

৫. সহজভাবে দাওয়াত দান। রাসূল সা. বলেছেন, 'তোমরা (দ্বীনের দাওয়াত) সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বিতশ্রদ্ধ করো না।'[৫৫]

৬. উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কাজ পরিত্যাগ করা। যথা–

ক. বাড়াবাড়ি খ. অহেতুক তর্ক-বিতর্ক ঘ. ফতোয়াবাজী

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বল হে আহলে কিতাবের লোকেরা, এমন একটি কথার দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবো না, তার সাথে কাউকে শরীক করবো না, তাকে ছাড়া আর কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। তারা যদি এই দাওয়াত কবুল না করে, তাহলে তাদেরকে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থেকো আমরা মুসলমান।'[৫৬] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'আর উত্তম রীতি ও পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাব লোকদের সাথে তর্ক করো না। সেই লোকদের ছাড়া যারা তাদের মধ্যে জালিম। আর বল, আমরা ঈমান এনেছি সেই বস্তুর প্রতি যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে। আমাদের ও তোমাদের ইলাহ তো এক আর আমরা তারই আনুগত্য করতেছি।'[৫৭]

দাওয়াতের ক্ষেত্র বা পর্যায়সমূহ

১. নিজ পরিবার ২. প্রতিবেশীর মাঝে ৩. সাধারণ জনগণের মাঝে ৪. কর্মক্ষেত্রে
৫. নিকট ও দূরবর্তী আত্মীয়ের মাঝে ৬. পেশাজীবিদের মাঝে ৭. সমাজের নেতৃত্বস্থানীয়দের মাঝে

দাঈর মৌলিক গুণাবলী

১. ঈমান, ইলম ও আমলে শ্রেষ্টত্ব অর্জন
২. আদর্শের প্রশ্নে অনঢ় মনোভাব
৩. খোলামেলা মন
৪. আচরণে মাধুর্য
৫. গোঁজামিলের আশ্রয় না নেয়া
৬. ঝোঁক প্রবণতামুক্ত থাকা
৭. সময় সচেতনতা
৮. ওয়াদা রক্ষা করা
৯. বিশ্বস্ততা
১০. ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন
১১. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল
১২. আত্ম অহংকার বর্জন
১৩. নিজের প্রচার পরিহার
১৪. মানুষের হেদায়েতের চেতনায় লীন হওয়া
১৫. দাওয়াত ও দাওয়াতি কার্যক্রমকে বৈষয়িক সুবিধা অর্জনের হাতিয়ার না বানানো।

আমরা বিশ্বাস করি, তারুণ্যদীপ্ত এই কাফেলা এদেশের মুসলিম যুসমাজের মাঝে তাদের দাওয়াতি কার্যক্রমকে বেগবান করে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করতে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। তারা ইলমে, আমলে, হিলমে, লেখনীতে, তানযীমে সর্বোপরি, যেখানেই ইসলাম ও মুসলমান সেখানেই তারা দরদদিল নিয়ে অগ্রসর হবে। শুব্বানে আহলে হাদীস তাদের লক্ষ আদর্শ বাস্তবায়নে যুগোপযোগী কর্মসূচি নিয়ে দাওয়াতি কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । আল্লাহ তাদের তাওফিক দিন-আমীন।

---

[৫৫] يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا (বুখারী ও মুসলিম)

[৫৬] قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (সূরা আলে ইমরান, ৩/৬৪)

[৫৭] وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (সূরা আনকাবুত, ২৯/৪৬)

দেশে দেশে আহলে হাদীস সংগঠন

তানযীল আহমাদ
সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

জমঈয়তে আহলে হাদীস মুসলিম বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ইসলামি সংগঠন। সাহাবীগণের মুবারক যুগ থেকেই এ জামাআত ইসলামের মূল আদর্শকে আঁকড়ে ধরে আছে। অতঃপর ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের অবসানকল্পে জিহাদ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ জামাআত সাংগঠনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সৌদি আরবের সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের সংস্কার আন্দোলনে এতদাঞ্চলের আহলে হাদীস আলেমগণ প্রভাবিত হন। এরপর প্রাচ্য থেকে দূরপ্রাচ্যে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়। আহলে হাদীস জামাআতকে সাংগঠনিক মজবুতীর ক্ষেত্রে ভারতীয় ওলামায়ে কেরামই সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

মিসর

নাম : 'জামাআতু আনসারিস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়া'

প্রতিষ্ঠাতা: মুহাম্মাদ হামেদ আল ফাক্বি, শাইখ আব্দুর রায্যাক, আব্দুর রহমান আল ওয়াকিল, শাইখ আফিফিসহ অনেকেই। উল্লিখিত আলিমগণ, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন সালাফি শাইখের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মিসরে 'জামাআতু আনসারিস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়া' গঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯২৬

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শাইখ আব্দুল মাজিদ আশ শাফেঈকে গণ্য করা হয়। মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সময়ে ১৯৭২ সালে জামাআহ নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। ১৯৭৫ সালে উস্তায মুহাম্মাদ রাশাদ শাফেঈর আমলেই সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে শায়খ আব্দুর রহমান আল ওয়াকিল নির্বাচিত হন।

সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য:

১. খালেছ তাওহিদ ও রাসূলুল্লাহর সহিহ সুন্নাহর দিকে আহবান;
২. ইসলামের প্রায়োগিক রুপ বাস্তবায়ন;
৩. ইসলামি সমাজ গঠন ও আল্লাহর আইনের রাষ্ট্রীয় বাস্তবায়ন।

মিসরে সংগঠনের ১৫০ টিরও বেশি অ্যাকটিভ শাখা ও ২০০০ মসজিদ রয়েছে।

জামাআহর কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একই নামে সুদানের সালাফিগণ তাদের দেশে সালাফি সংগঠন চালু করেছে। এছাড়াও ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, চাঁদ ও মধ্য আফ্রিকায় এই সংগঠনের শাখা রয়েছে।

বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ:

১. মুহাম্মাদ হামেদ আল ফাক্বি (প্রতিষ্ঠাতা);
২.শাইখ মুহাম্মাদ খলিল হাররাস (সৌদি আরবের সর্ব্বোচ্চ উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য, আক্বিদাহ ওয়াসিতিয়্যাহর ব্যাখ্যাকার, জামেআ আযহারের শরিয়া অনুষদের সাবেক ডীন। সৌদি আরব থেকে ফিরে এসে তিনি

১৯৭৩ সালে ড. আব্দুল ফাত্তাহ সালামাহর সাথে মিলে 'জামাআতুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মিসরের জামাআতু আনসারিস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়ার সহ- সভাপতি ও পরবর্তিতে সভাপতি নির্বাচিত হন।

৩. শাইখ আব্দুর রাযযাক আফিফি (সৌদি আরবের সর্ব্বোচ্চ উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য)

৪. শাইখ আব্দুর রহমান আল ওয়াকিল (সূফিদের বিরোধিতায় তিনি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন)

৫. শাইখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মাহমুদ শাকেরের আপন ভাই)

৬. শাইখ আব্দুয যাহের আবুস সামহ (আধুনিক সৌদি আরবের আওতাধীনে পবিত্র মক্কা শরীফের প্রথম ইমাম ও মক্কায় দারুল হাদসি আল খাইরিয়্যাহর প্রতিষ্ঠাতা;

৭. শাইখ আব্দুর রাযযাক হামযাহ (সৌদি আরবের সর্ব্বোচ্চ উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য)

বর্তমান সভাপতি: ড. আব্দুল্লাহ শাকের আল জুনাইদি

সহ সভাপতি: ড. আব্দুল আযিম বাদাবি

সেক্রেটারি জেনারেল: শাইখ আহমাদ ইউসুফ আব্দুল মাজিদ

দাওয়াহ সালাফিয়াহ আলেকজান্দ্রিয়া :

মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের মাঝে আলেকজান্দ্রিয়া ইউনিভার্সিটির বেশ কয়েকজন তরুণ ছাত্রের উদ্দ্যোগে সালাফি আন্দোলন বেগবান হয়। তারা সকলেই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্য ছিলেন। কিন্তু ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম ও মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহ. এর বই পড়ে এবং জামাআতু আনসারিস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়ার সংস্পর্শে এসে তারা ইখওয়ান থেকে সরে আসেন এবং সালাফি মানহাজে দীক্ষিত হন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুহাম্মাদ ইসমাঈল, আহমাদ ফরিদ, সাঈদ আব্দুল আযিম, মুহাম্মাদ আব্দুল ফাত্তাহ আবু ইদরিস, ইয়াসির ইবরাহিমি, আহমাদ হুতাইবাহ সহ আরো অনেকে। তারা সকলেই আলেকজান্দ্রিয়া ইউনিভার্সিটির মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তারা আলেকজান্দ্রিয়া শহরে আল মাদরাসা আস সালাফিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

হিযবুন নূর :

নাম : হিযবুন নূর (আন নূর পার্টি)

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১১ সাল হোসনি মোবারকের স্বৈরশাসনের অবসানের পর যখন মিসরে অন্যান্য দলকে বৈধতা দেয়া হল তখন সালাফিরা রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য হিযবুন নূর বা আল নূর পার্টি গঠন করে। মূলত আশি নব্বইয়ের দশকে আলেকজান্দ্রিয়ায় যারা ব্রাদারহুড থেকে রেব হয়ে সালাফি মানহাজ গ্রহণ করে তাদেরই অনুসারিরা হিযবুন নূর গঠন করে। প্রথম নেতা নির্বাচিত হন ইমাদ আব্দুল গাফুর। কিন্তু ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরের পরে তাকে দল থেকে বাদ দেয়া হয়। ২০১২ সালে মিসরের ইতিহাসে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে তারা অংশগ্রহন করে। ২০১২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তারা ব্রাদারহুড সমর্থিত ফ্রিডম এ্যান্ড জাস্টিস পার্টির প্রার্থী ড. মুহাম্মাদ মুরসিকে রহ. সমর্থন দেয়।

সুদান

নাম: জামাআতু আনসারিস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়া

সুদানে ছোট্ট পরিসরে সালাফীরা শাইখ আহমাদ হাসুনের নেতৃত্বে কাজ শুরু করে। শাইখ আহমাদ হাসুন শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাজার আল মাগরিবির নিকটে দাওয়াহ বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি এবং শাইখ মুহাম্মাদ ফাযেল মিলে সুদানে বৃহত্তর পরিসরে একটি সালাফী সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমত হন। ১৯১৯ সালে শাইখ মুহাম্মাদ ফাযেলের সভাপতিত্বে জামাআতু আনসারিস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়া নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৬ সালে এর সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন শাইখ মুহাম্মাদ হাশেম আল হাদিয়াহ। যিনি পূর্বে সূফি মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তীতে সালাফী মানহাজ গ্রহন করে জোরেশোরে তা প্রচার করেন এমনকি ১৯৫৬ সালে তিনি জামাআহর সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। সারা দেশে সংগঠনের কার্যক্রম বেগবান করতে তার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। এমনকি ১৯৬২ সালে রাবেতা আল আলম আল ইসলামি গঠনের ব্যাপারেও তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

দ্বীনি দাওয়াতের পাশাপাশি সুদানের জাতীয় রাজনীতিতেও সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৫৭ সালে ইসলামি সংবিধানের জন্য ইসলামি দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জোটে তারা অংশ নেয় এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ:

শাইখ আবু যাইদ মাহমুদ হামযাহ, শাইখ মুহাম্মাদ হাসান আব্দুল কাদির, শাইখ মুস্তাফা নাজি সহ অনেকেই।

বর্তমান সভাপতি: ড. ইসমাঈল উসমান মুহাম্মাদ মাহি

সেক্রেটারি জেনারেল: ড. আব্দুল্লাহ আহমাদ আত তিহামি আর রিহ

লাইবেরিয়া

সুদানে সালাফি দাওয়াতের কার্যক্রমে আকৃষ্ট হয়ে লাইবেরিয়ার আলিম হাবিব শরিফ তার দেশে একই নামে ১৯৮৮ সালে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়াও একই নামে ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, চাঁদ ও মধ্য আফ্রিকায় জামাআত আনসারিস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়া তাদের কার্যক্রম করে যাচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়া

শাইখ আহমাদ দাহলানের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় আহলে হাদীসগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯১২ সালে জমঈয়তে মুহাম্মাদিয়া গঠন করে। আত্মশুদ্ধি (Purification) ও সংস্কার (Rerfotmation) এই দুই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জমঈয়ত তার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

নাম : আল জামাআহ আল মুহাম্মাদিয়া

প্রতিষ্ঠাতা: শাইখ আহমাদ দাহলান রহ.

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৩৩০ হি:/১৯১২ খ্রি:

বর্তমান সভাপতি: ড. আমিন রিস
কেন্দ্রীয় কার্যালয়: জাকার্তা

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

১. মা'হাদুল উলুম আল আরাবিয়্যাহ ওয়াল ইসলামিয়্যাহ, জাকার্তা, যা সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইউনিভার্সিটির আদলে প্রতিষ্ঠিত।

২. আরব বিশ্বের ইসলামি এনজিওগুলোর সহযোগিতায় মসজিদ, মাদরাসা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা।

বিশেষত ডাচ ঔপনিবেশিক আমলে ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালে ডাচ শাসনাবসানের পরবর্তী সময়ে দেশ গঠনে ও শিক্ষা বিস্তারে সালাফিগণ জোরালো ভূমিকা পালন করে। সামাজিক ক্ষেত্রেও তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। জামাআহ মুহাম্মাদিয়ার পরিচালনায় ১৩৩২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৯৭৯ টি উচ্চ মাধ্যমিক মাদরাসা, ১০১ টি ওয়ার্ক ট্রেনিং সেন্টার, ১৩ টি টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার ও ৬৪ টি আরো অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে পুরো ইন্দোনেশিয়া জুড়ে জামাআহ মুহাম্মাদিয়া ৩২ টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৩ টি টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে।

অন্যদিকে নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য ৩০ টি জেনারেল হাসপাতাল, ১৩ টি শিশু হাসপাতাল, ৮০ টি মা ও শিশু সেন্টার, ৩৫ টি চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, ৬৩ টি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৬৫ টি চিকিৎসা সেবা ইন্সটিটিউট পরিচালিত হয় সালাফি সংগঠনটির নেতৃত্বে। ইসলামিক হসপিটাল অব জাকার্তা গোটা ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল, যা জমঈয়তে মুহাম্মাদিয়ার প্রতিষ্ঠা করা। পুরো হাসপাতালটি স্টেট অব দ্যা আর্ট টেকনোলজিতে সজ্জিত।

নিঃস্ব ও দুস্থদের জন্য ২২৮ টি ইয়াতিমখানা, ১৮ টি বৃদ্ধাশ্রম, ২২ টি সমাজ সংরক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৬ টি দারিদ্র বিমোচন সংস্থা, অন্ধদের দেখাশোনার জন্য ১৩ টি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

শ্রীলংকা

নাম: 'জমঈয়াতু আনসারিস সুন্নাহ'

প্রতিষ্ঠাতা: শাইখ আব্দুল হামিদ বিন আদম পিল্লাইল বিকরি
প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৪৭
বর্তমান আমির: শ্যাইখ আবু বকর সিদ্দিক
মুখপত্র: তুলুউল হক (তামিল ভাষায়)

উল্লেখযোগ্য সামাজিক কার্যাবলি:

১৯৯০ ও ২০১৬ সালে শ্রীলংকায় মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা শুরু হলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমরা উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। গৃহহীন এসব মুসলিমদেরকে জমঈয়াতু আনসারিস সুন্নাহ আশ্রয়দান ও দেখভাল করে।

ইয়াতিমদের জন্য ১৯৮১ সালে 'মা'হাদ দারুত তাওহীদ আস সালাফিয়্যাহ', ২০০৮ সালে 'মারকাযুন নুর', একই সালে 'মারকাযু দারুল ঈমান লিল আইতাম' ও মেয়েদের জন্য ২০১৫ সালে' মা'হাদ দারুত তাওহীদ আস সালাফিয়্যাহ লিল বানাত' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিশুদ্ধ খাবারের পানির জন্য জমঈয়তের উদ্দ্যোগে বিভিন্ন স্থানে ৫০০ টি কূপ খনন, ২৫০ টি গৃহ নির্মাণ ও প্রায় ১০০ জন মেধাবী ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের ও দেশের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি দিয়ে পড়ানো হচ্ছে। এছাড়াও সংগঠনের উদ্দ্যোগে প্রায় ১৩৫০ জন ইয়াতিম ও দুস্থকে লালন পালন ও শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। শ্রীলংকার অন্যান্য এলাকার মধ্যে তালগাছ পিটিয়া, প্যানাগামুয়া ও কুরুনেগ্যাল সহ বিভিন্ন স্থানে সংগঠনের শাখা রয়েছে।

নেপালঃ

নামঃ 'জমঈয়াতু আহলিল হাদিস আল মারকাযিয়্যাহ'

প্রতিষ্ঠাতা: মাওলানা আব্দুর রউফ ঝান্ডানগরী

প্রতিষ্ঠাতাকালীন সাধারণ সম্পাদক: মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুত তাওয়াব মাদানী

প্রতিষ্ঠা সাল: ১৯৯১ সালের ৫ই নভেম্বর

উল্লেখযোগ্য আহলে হাদিস অঞ্চল: লুম্বানী অঞ্চলের কপিলাবস্তু, রুপনডিহি ও নাওয়ালপারাসি জেলা।

প্রধান কেন্দ্রঃ মাদরাসা সিরাজুল উলুম ঝান্ডানগরঃ যা কাঠমুন্ডু হতে সড়কপথে ৩৫০ কিঃ মিঃ দূরে লুম্বানী অঞ্চলের কপিলাবস্তু জেলায় অবস্থিত।

অন্যান্য অঞ্চলঃ তালহুয়া শহরের মাদরাসা, জনকপুরের বিহারের মধুবন জেলা ও নারায়ণী অঞ্চলের পারসা জেলা।

নেপালের সবচেয়ে বড় মসজিদঃ তালহূয়া মসজিদ (আহলে হাদীসের)

সবচেয়ে বড় মাদরাসাঃ সিরাজুল উলুম (আহলে হাদীসের)

একমাত্র ইসলামি মুখপত্রঃ নূরে তাওহিদ

বর্তমান সভাপতিঃ শায়খ কালাম উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত)

সেক্রেটারি জেনারেলঃ আতাউর রহমান মাদানি

যুব সংগঠনঃ 'নাদওয়াতুশ শাবাব আল ইসলামি'

সভাপতিঃ আঃ আযিয সালাফি

২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে মারকাযী জমঈয়তে আহলে হাদীস নেপালের উদ্দ্যোগে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর

খোরাসানের বিখ্যাত ওলি ও মুহাদ্দিস আমির কবির সাইয়িদ আলি বিন শিহাব হামদানি ১৩২৪ সালে খোরাসান থেকে তার শিষ্যদের নিয়ে কাশ্মীরে আহলে হাদীস মানহাজের প্রচার ও প্রসার ঘটান। পরবর্তীতে আল্লামা নাযির

হুসাইন দেহলাভির ছাত্র মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন শাহ কাশ্মীরে আহলে হাদীস দাওয়াতের জন্য অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন।

১৯২৩ সালে মারকাযী জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দের পক্ষ থেকে মাওলানা আব্দুল কাবির ও সাইয়েদ শামসুদ্দিনকে সাংগঠনিক কাজে কাশ্মীরে প্রেরণ করা হয়। তাদের সহযেগিতায় কাশ্মীরে সর্বপ্রথম আহলে হাদীসদের মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 'মু'তামার আহলি কাশ্মীর লি আহলিল হাদীস' নামে। ১৯৪৩ সালে সংগঠনের নাম হয় 'দাওয়াতুত তাওহিদ' নামে। ১৯৪৫ সালে এই নাম পরিবর্তন কওে রাখা হয় "আল জমঈয়্যিাহ আল মারকাযিয়্যাহ লি আহলিল হাদীস ফি জম্মু ও কাশ্মীর"। বর্তমানে এর আমির ড. আব্দুল লতিফ আল কিন্দি। গত ২৬ ফেব্রুয়যারি আঃ রহমান গান্নাম আল গান্নামের নেতৃত্বে সৌদির একটি প্রতিনিধিদল কাশ্মীর জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করেন।

আফগানিস্তানঃ

সর্বপ্রথম আহলে হাদীস হন মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনবী। তিনি হাবিবুল্লাহ কান্দাহারির নিকট হতে শাহ ইসমাইল শহীদের তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবটি অধ্যয়ন করে আহলে হাদীস হয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি ভারতের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নাযির হুসাইন দেহলভির নিকটে হাদিস অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বিদআতিরা তাকে সহ্য করতে না পারায় তিনি ১২ জন পুত্র ও ১৫ কন্যাসহ আফগানিস্তানের পাহাড় পর্বতে ঘুরে রেড়িয়ে সহিহ হাদিসের দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন। তার ১২ জন পুত্র সকলেই মুহাদ্দিস ছিলেন। পাকিস্তানের বিখ্যাত আলিম ও রাজনীতিবিদ এবং পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রথম সভাপতি মাওলানা দাউদ গযনবি মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনবির পৌত্র ছিলেন।

১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে 'জামাআতুত দাওয়াহ ইলাল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' নামে আফগানিস্তানে আহলে হাদীসের একটি সংগঠন কায়েম হয়। হানাফি আলিম মাওলানা জামিলুর রহমান আহলে হাদীস মতাদর্শ গ্রহন করলে ১৯৮৬ সালে তিনি এই সংগঠনের আমির হন।অতঃপর তিনি সংগঠনকে দুটি ধারায় বিভক্ত করেন। এক ভাগে আলিমগণ সাধারণ জনগনকে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে আহবান করতে থাকেন, অন্যদিকে রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহীনি জিহাদে শরীক হয়।

আফগানিস্তানের নুরিস্তান আহলে হাদীস অধ্যুষিত অঞ্চল। ১৮৯৬ সালের আগ পর্যন্ত তা কাফিরিস্তান নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে আহলে হাদীসগণ আফগানিস্তানে মার্কিন অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদ বাহীনির সাথে জিহাদে লিপ্ত রয়েছেন।

ভারত

হিন্দভূমি এমন কতিপয় আহলে হাদীস সন্তানকে জন্ম দিয়েছে যাদের ত্যাগ, কুরবানী, বিপ্লবী চিন্তাধারা, জিহাদ, সংগ্রাম, তাদরীস, তাসনীফ, বাহাস, মুনাযারা, বক্তব্য ও সংগঠন পুরো বিশ্ববাসীকে আন্দোলিত করেছে। ভারতে আহলে হাদীস আন্দোলন ১৯০৬ সালে সাংগঠনিক রুপ লাভ করলেও এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল অনেক

আগেই। তবে শাহ ওয়ালিউল্লাহর সংস্কার আন্দোলন, ইসলামের সুগভীর ব্যাখ্যাদান ও রায় কিয়াসের নির্ভরতা পরিত্যাগ করে কুরআন সুন্নাহর মূলধারার দিকে প্রত্যাবর্তনসহ তার উল্লেখযোগ্য নানাবিধ কার্যক্রম ভারতীয় উপমহাদেশে আহলে হাদীস আন্দোলনকে বেগবান করে। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী আহলে হাদীস ওলামায়ে কেরাম এই আন্দোলনরে সিপাহসালারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আহলে হাদীস আন্দোলনকে এতদাঞ্চলের একটি সংস্কারধর্মী আন্দোলনে রুপদান করেন। ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে এই আন্দেলনের প্রাণপুরুষরাই নিজেদেরকে আত্মৎসর্গ করেন। স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এই মাসলাকের জিন্দাদিল মহাপুরুষগণ জিহাদ ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে খুর রাঙ্গা পথের সূচনা করেন। তাদের মধ্যে শাহ ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা ইয়াহইয়া আলী সাদেকপুরী, মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা বেলায়েত আলী, আমীর নেয়ামাতুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর ও মৌলভী ফযলে এলাহি ওয়ারিবাদির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে ইলমি মাজালে শাইখুল আরব ওয়াল আযম আল্লামা নাযির হুসাইন দেহলভী, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালি, মাওলানা হুসাইন আহমাদ বাটালভী এবং পরবর্তীতে আল্লামা শামসুল হক আযিমাবাদি, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী শুধু ভারতবর্ষই নয় গোটা ইসলামী দুনিয়ায় অসামান্য অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অনুরুপ রাজনীতির ময়দানে আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী ও আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী রহ. এর নাম ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় মোটা দাগে লিখিত থাকবে।

১. 'জামাআতে গোরাবায়ে আহলে হাদীস'

প্রতিষ্ঠাকাল: **১৮৯৫** (দিল্লি)

প্রতিষ্ঠাতা: মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব মুহাদ্দিসে দেহলভী

প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা: ছহিফায়ে আহলে হাদিস

মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর অন্যতম শিষ্য মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব মুহাদ্দেসে দেহলভীর হাতে বাইআত গ্রহণের মাধ্যমে এই জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিকভাবে খুব বেশি শক্তিশালী না হলেও আদর্শিক কারণে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এর বেশ কিছু অনুসারী রয়েছে। পাকিস্তানের করাচিতে অবস্থিত 'জামিআ সাত্তারিয়া' এর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে এই জামাআতের কার্যক্রম পাকিস্তানে বেশি রয়েছে। আমেরিকার হিউস্টন শহরেও এই সংগঠনের একটি শাখা রয়েছে।

২. 'মারকাযী জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দ'

প্রতিষ্ঠাকালঃ **১৯৭০**। মূলত **১৯০৬** সালে ভারতের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও রাজনীতিবিদ আল্লামা ইবরাহীম আরাভীর প্রতিষ্ঠিত বিহারের আরাহ জেলায় অবস্থিত মাদরাসা আহমাদিয়ায় একত্রিত হয়ে সকলের সম্মতিক্রমে অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্স গঠন করেন। উক্ত সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন বিখ্যাত আলিম আল্লামা আব্দুল্লাহ গাযিপুরি, সেক্রেটারি হিসেবে আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আবু দাউদ শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আউনুল মা'বুদের লেখক আল্লামা শামসুল হক আযিমাবাদী নির্বাচিত হন। **১৯৭০**

সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'মারকাযী জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দ'। বর্তমানে এর প্রধান কার্যালয় আহলে হাদীস মনযিল, ৪১১৬, উর্দু বাজার, দিল্লীতে অবস্থিত। উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত জামিআ সালাফিয়া বানারস, জামিআ রহমানিয়া, জামিআ ফাইযে আম ইসলামিয়া সহ শতাধিক সুপ্রসিদ্ধ মাদরাসা দ্বীনি ইলমের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। মুহাদ্দিস, সওতুল ইসলাম, দা'ওয়াতে সালাফিয়া, আর রাহীক সহ অসংখ্য উর্দু পত্রিকা জমঈয়ত থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্তমান সভাপতি: আল্লামা ইয়াহইয়া দেহলভি (২০০০-বর্তমান)।

সেক্রেটারি: আল্লামা আসগর আলি ইমাম মাহদি আস সালাফি।

১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মারকাযী জমঈয়তে আহলে হাদীস হাদীস হিন্দের সভাপতিমন্ডলী:

১. আলহাজ্ব মুহাম্মাদ সালেহ (১৯৪৭-১৯৫২)

২. মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব আরাভী (১৯৭২)

৩. ড. সাইয়িদ আব্দুল ওয়াহিদ সালাফী (১৯৭২-১৯৭৯)

৪. মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ সালাফী (১৯৭৯-১৯৮৯)

৫. মাওলানা মুখতার আহমাদ নদভী (১৯৯০-১৯৯৭)

৬. আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (১৯৯৮-২০০০)

৭. হাফিজ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া দেহলভী (২০০০-বর্তমান।

সেক্রেটারি মহোদয়গণ:

১. আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৯০৬-১৯৪৭)

২. হাফিজ হামিদুল্লাাহ দেহলভী (১৯৪৭-১৯৫০)

৩. হাফিজ মুহাম্মদ সালিহ আলিজান (১৯৫০-১৯৫৬)

৪. মাওলানা আব্দুল হালিম রহমানী (১৯৫৬-১৯৬০)

৫. মাওলানা দাউদ রাজ (সহীহ বুখারীর অন্যতম টিকাকার) (১৯৬০-১৯৭১)

৬. মাওলানা অব্দুল হামিদ রহমানী (১৯৭১-১৯৭৫)

৭. মাওলানা আব্দুস সালাম রহমানী (১৯৭৫-১৯৭৮)

৮. মাওলানা আতাউর রহমান মাদানী (১৯৭৮-১৯৮২)

৯. মাওলানা আনীসুর রহমান আযমী (১৯৮২-১৯৮৫)

১০. মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব খিলজী (১৯৮৭-২০০১)

১১. মাওলানা আসগর আলী ইমাম মাহদী সালাফী (২০০১-বর্তমান)।

কেরালা

১. 'নদওয়াতুল মুজাহিদিন' (১৯৫০)

মাওলানা মুহিউদ্দিন আল কাতেব এর নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে জিহাদি মনোভাবে উজ্জিবিত সদস্যবৃন্দদেরকে নিয়ে উক্ত সংগঠন গঠিত হয়। মাওলানা মুহিউদ্দিন ও মাওলানা আব্দুস সালাম উক্ত সংগঠনের সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। নদওয়াতুল মুজাহিদিন এর শাখা সংগঠন হিসেবে, 'ইত্তিহাদুশ শুব্বান আল মুজাহিদিন' (১৯৬৭), 'হারাকাতুত তালাবাতিল মুজাহিদিন' (১৯৭১) ও 'হারাকাতুন নেসাঈল মুসলিমাত' (১৯৮৭) সালে গঠিত হয়।

২.'জমঈয়াতুল উলামা কেরালা' (১৯৩২)

৩. 'জমঈয়াতুল ইত্তিহাদিল ইসলামি' (১৯২২)

ভূমিকায় ছিলেনঃ সাইয়িদ সানাউল্লাহ মাক্বদা সাকাফাহ, আব্দুল কাদের ওয়াককামি, আল্লামা গঞ্জ আহমাদ জালিয়াতি, শায়খ মুহাম্মাদ মাহিন হামদানিসহ অনেকেই।

৪. 'আল জমঈয়াতুস সালাফিয়্যাতুল খাইরিয়্যাহ' (সালাফী সমাজ কল্যাণ সংস্থা) নামে একটি স্ব-শাসিত সমাজ কল্যান সংস্থা আছে।

৫. 'জমঈয়াতুল বানাত ওয়াস সাইয়িদাত'

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ অংশে দীর্ঘ আলোচনা থাকায় তা এখানে উল্লেখ করা হয় নি।

৮ম সেশন (২০১৯-২০২১)

আমাদের অর্জন

শুব্বানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান

দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
মাকতাবাতুশ শুব্বান
দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
dsms2020@gmail.com
যোগাযোগ: 01877-724200(লাইব্রেরিয়ান) 01765-812261(অফিস)

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার
SHUBBAN RESEARCH CENTER DHAKA
কার্যক্রম
অনুবাদ ▫ গবেষণা ▫ বই প্রকাশ ▫ অনলাইন দাওয়াহ্

সত্যের পানে শেকড়ের সন্ধানে
শেকড়
শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।

info.shubbanbd@gmail.com www.shubbanbd.org

Design & Printed by: pixel GRAPHICS & PRINTERS 01757672696

নান্দনিক ডিজাইন
ও নিখুঁত প্রিন্টিং এর
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

pixel GRAPHICS & PRINTERS
DIFFERENCE IN DESIGN
All Kinds of Printings & Exclusive Design are Available here.

51/51/A, Resors Palton City (Ground Floor),
Purana Palton, Dhaka-1000,
E-mail: pixelgraphicsp@gmail.com

আমাদের সেবা সমূহ
- পোস্টার, ব্রোশিয়র, লিফলেট
- তোহফায়ে রামাযান, ক্যালেন্ডার
- সুভেনির, প্রসপেক্টাস, ম্যাগাজিন,
- ডায়েরি, নোটবুক, খাম, প্যাড
- ক্যাশ ম্যামো, বিল
- ভাউচার, মানি রিসিপ্ট
- আইডি কার্ড, ভিজিটিং কার্ড
- ইনভাইটেশন কার্ড, গ্রেটিংস কার্ড
- চাবির রিং, ব্যাগ, কার্টুন, বক্স
- গিফ্‌ট আইটেম, সাইন বোর্ড
- বিলবোর্ড, ফেস্টুন, পিভিসি, স্টিকার

Hotline 01757 67 26 96
01317 80 95 50

দা রু স সা লা ম
পাবলিকেশন্স
দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
dsms2020@gmail.com

এখানে পাবেন: কুরআন, সুন্নাহ, সহীহ্ আকিদা ভিত্তিক বই-পুস্তক ও স্টেশনারি পাইকারি ও খুচরা মূল্যে।
বি: দ্র: পার্সেল ও কুরিয়ারে সারাদেশে বই পাঠানোর সুব্যবস্থা আছে।

মাকতাবাতুশ শুব্বান
যোগাযোগ: 01877-724200(লাইব্রেরিয়ান)
01765-812261(অফিস)

শুব্বান রিসার্চ সেন্টারের প্রকাশনা

০১. আক্বীদাহ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল।
০২. হাদীসে আরবা'ঈন।
০৩. রাসূলুল্লাহ সা. এর নির্দেশিত সলাত।
০৪. ভুল সংশোধনের আদর্শ পদ্ধতি।
০৫. ভারতীয় উপমহাদেশে আহলুল হাদীস: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।
০৬. মহামারী করোনা ও প্রাসঙ্গিক ফিক্‌হী মাস'আলা।
০৭. মিন্দানাওয়ে স্বায়ত্ত্বশাসন: ইসলামের নতুন সূর্যোদয়।
০৮. দৈহিক ও আত্মিক শুদ্ধি।
০৯. শুব্বানের পাঁচদফা আমাদের পথচলা।